সচিত্র

চিত্তহারা উপন্যাস।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে

শ্রীঅক্ষয়কুমার দে দ্বারা

প্রকাশিত।

মহানন্দ প্রেস;

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৪।

চিত্তহারা উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঢাকা নগর কাহারও অবিদিত নাই। হিন্দুদিগের রাজত্ব-
কালে ইহা এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, ইহাও
সকলেই অবগত আছেন। এখানকার শিল্প নৈপুণ্য অতি
সুন্দর। হিন্দু রাজত্বের উপসংহার কালে এই নগরে দুইজন
প্রতাপশালী জমীদার বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এক
জন বসু ও অপর জন দত্তকুল সম্ভূত। এই উভয় বংশের
মধ্যে দত্তদিগের প্রতাপ বসুদিগের হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক
বসুবংশধরগণ সময়ে সময়ে দত্তদিগের নিকট হইতে টাকাকড়ি
ধার লইতেন ও অঙ্গীকার মত পরিশোধ করিতেন। টাকা
কড়ি লেনা দেনা ছিল বটে, কিন্তু এক[illegible]য়ের মনোবিবাদ

পুরুষানুক্রমেই চলিয়া আসিতেছিল। এই মনোবিবাদের সূত্রপাত কোথা হইতে, কাহার দ্বারা, কবে হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে এই প্রকারই চলিতেছে।

কালক্রমে দত্তদিগের কোন কার্য্যোপলক্ষে মহা ধূমধাম উপস্থিত হইল। সেই উপলক্ষে কেবলমাত্র বসুদিগের বাটি ব্যতীত অপর জন সাধারণ সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল। বসুরা যদিও সময়ে সময়ে দত্তদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মনান্তর অদ্যাপিও ঘুচে নাই। এ সময়ে এই মনোবিবাদ এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, দত্ত বাটির ভৃত্যাদি পর্য্যন্ত বসুদিগের বাটির কোন অংশে পদার্পণ করিত না, যদি করিত তাহা হইলে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত।

এই কর্ম্মোপলক্ষে দত্তদিগের বাটি জনস্রোতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে দিবারাত্র পল্লীনিবাসীদিগের নিদ্রা ও বিশ্রাম কিছুমাত্র নাই। জনৈক পথিক দত্তদিগের এক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল ভাই ইহাঁদের বাটীতে কি কর্ম্ম আছে?

ভৃত্য।—তুমি কোন দেশী লোক? তুমি কি কিছু জাননা? কর্ত্তার পিতার বাৎসরিক, সেই কারণেই এত জাঁক্। প্রতি বৎসরেই এই সময় হইয়া থাকে।

পথি।—ভাই! আমি বিদেশী, কেমন করে জান্‌বো দাদা? জান্‌লেই বা তোমায় বিরক্ত কর্‌বো কেন? ভাই আমি তিন্ দিনের রাস্তা থেকে আস্‌চি।

ভৃত্য।—তুমি কোথা যাবে? এখানে তোমার কি দরকার?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পথি।—ভাই! নেত্রকোণা হতে আস্‌চি, আমি যাব নীল-কমল দত্ত মহাশয়ের বাটী।

ভৃত্য।—কেন? সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে?

পথি।—তিনি আমাদের জমীদার তাঁহার সহিত গোপনে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে, তুমি আমায় সেই বাটীটী দেখাইয়া দিতে পার?

ভৃত্য।—ভাই এই কোলাহল পূর্ণ বাটীই সেই। তুমি এই মাত্র যে নাম করিলে উহা আমাদের কর্ত্তা মহাশয়ের নাম তবে বলিতে পারি না ঐ নামে আর কেহ আছেন কিনা?

পথি।—তবে চল তোমাদের বাটীতেই যাওয়া যাক্।

উভয়ে প্রস্থান করিল।

বাটীটী অতিশয় বৃহৎ, চতুঃসীমার পরিমান করিলে অৰ্দ্ধ ক্রোশ হইবে। বরং অধিক ত কম নহে পুরুষদিগের বহির্ব্বাটীতে নৃত্য গীত বাদ্যাদি হইতেছে ও স্ত্রীলোকদিগের অন্দর মহল সন্মুখে তাঁবু ফেলিয়া নৃত্যগীতাদি হইতেছে। নীলকমল দত্ত মহাশয় অনুমতি দিয়াছেন যে আমার পিতার বাৎসরিক অত-এব দোকানি পশারি যে যেথানে আছে সকলকে বলিয়া দাও যে "যে সাতদিন পিতার বাৎসরিক উপলক্ষে আমার বাটিতে মহোৎসব চলিবে" অতিথি, ফকির, বা যে কোন ব্যক্তি আমার বাটীর নিকট দিয়া যাতায়াত করিবে, সকলকে উত্তমরূপে পান ও ভোজনাদি করাইবে। ও পরে হিসাব করিয়া আমার নিকট হইতে টাকা লইবে। ইহা রাজ্যের প্রত্যেক অংশের সমূহ দোকানদারদিগকে বলিয়া দেওয়া হউক। কর্ত্তা মহাশয় এই সকল বলিয়া দিতেছেন এমন সময়ে আমাদের পূর্ব্বকথিত

পথিক আসিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। সে পত্রখানিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিতছিল “মহাশয় প্রজাগণের দৌরাত্ম্যে জমীদারী শাসন করা ভার হইয়াছে। সকলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিতেছে। একদিন কাছারী ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল যদিও তখন রাত্রিকাল তথাপি সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন জাগরিত ছিলাম বলিয়া অনেক কষ্টে খাতা পত্র ও লোহার সিন্দুক বাহির করিয়া ফেলিলাম ও কোন গতিকে বাঁচিয়াছি। লোক যাহা ছিল তদপেক্ষা আরো চারিজন অধিক লোক রাখিয়াছি, কিন্তু হইলে কি হইবে দুরাত্মাদের মন কিছুতেই পাওয়া যায় না। হাল ও বকেয়া যাহাদের নিকট পাওনা যদি সমুদায় রাজস্ব তাহাদের একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারি, তবেই আমি জমীদারের তরফে ভাল লোক, আর যদি অধিক তাগাদা হয় তাহা হইলে তাহার পর দিনই কাছারী বাটিতে আগুন লাগে। এ বড় মজার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর আপনাকে অধিক কি লিখিব আপনার বিবেচনায় যাহা সুবিধা হয় লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন তাহার কোন প্রকারে ক্রটী আমাদ্বারা হইবে না ইহা নিশ্চিৎ জানিবেন নিবেদন ইতি—

প্রঃ পত্র।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র পাল।

সাং নেত্রকোণা।

নীলকমল বাবু পত্র পাঠ করিয়া সকল অবগত হইলেন ও লোকটিকে বলিলেন, দেখ বাবা, এই মহোৎসরের আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। মহোৎসব ফুরাইলেই আমিও

তোমার সহিত রওনা হইব। অতএব এই কয় দিন এখানে অবস্থিতি করিয়া আনন্দাদি কর, পরে যাহা হয় হইবে। এই বলিয়া নীলকমল বাবু সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

এই দত্তদিগের বাটীতে নীলাঞ্জনা নাম্নী জনৈকা ষোড়শী বাস করিতেন, তিনি নীলকমল বাবুর ভ্রাতৃকন্যা। তাঁহার সহিত বসুবংশীয় সুবোধকুমারের প্রণয় হইবার উপক্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখনও সে প্রণয় অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, তবে ক্রমে হইতেছিল, আর কিছুদিন এই প্রকার থাকিলে কি হইবে বলিতে পারি না। অদ্য নীলাঞ্জনা ও চিত্তহারা (বাটীতে আনন্দ প্রবাহ বহিতেছে, কে কাহার খোঁজ নেয়, সকলেই আপন আপন কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত ইত্যবসরে) বাটীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীলাঞ্জনা চিত্তহারাকে বলিলেন, চল্ দুজনে আর একটু এগুই।

চিত্ত।—আর খানিক এগুলিই ত বোসেদের বাড়ী, সে দিকে যাব না। কি জানি ভাই, একে তাদের সঙ্গে আমাদের পুরুষানুক্রমে মন কসাকসি যাচ্চে, তাতে যদি বাবা টের পান যে আমরা ঐ দিকে যাই, তাহলে আমাদের আর আস্ত রাখবেন না। বুঝে সুঝে কাজ কর ভাই! তুমি আমায় চেয়ে বয়সে বড় তা আমি আর তোমাকে কি বোঝাব?

নীলা।—মহোৎসবে সব মত্ত হয়ে আছে। কেউ কি আর টের পাবে? লুকিয়ে যাব.লুকিয়ে আসব।

চিত্ত।—যা হয় কর ভাই, তোমার ইচ্ছা আমি কিছু জানি না।

নীলা।—তবে চল্ দুজনে যাই।

উভয়ে তথা হইতে বসু ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

বসুদিগের বাটীতে ইহারা প্রবেশ করিবামাত্র সুবোধকুমারের চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনি চিত্তহারাকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কত দিন নীলাঞ্জনাকে আগ্রহের সহিত দেখিতেন ও তাহার মুখের দুই একটি কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। এ আনন্দের কি কেহ অংশীদার ছিল? না কেবলমাত্র সুবোধকুমার ও নীলাঞ্জনা এই দুইজনেই ইহার অংশীদার আর কাহার সাধ্য যে, ইহার মধ্যে প্রবেশ করে। অদ্য নীলাঞ্জনার প্রতি সুবোধের আর সে ভাব নাই, অদ্য সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হইয়াছে। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে চিত্তহারাকে অবলোকন করিতেছেন, একবার দেখিতেছেন, আবার মুখ ফিরাইতেছেন, আবার দেখিতেছেন, আবার মুখ ফিরাইতেছেন, এইরূপ যতবার দেখিতেছেন, ততবারই দেখিয়া যেন তাঁহার আশা মিটিতেছে না। তিনি মনে মনে বলিতেছেন, হে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ তোমরা সকলে আমার চক্ষু হও, আমি উত্তমরূপে এই নবাগত রমণীকে অবলোকন করি। নীলাঞ্জনার সে দিবস মনের অবস্থা বড় ভাল নহে। কারণ সুবোধকুমারের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন হইয়া আনন্দ প্রভাকরকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে। কিয়ৎকাল অবস্থিতির পর চিত্তহারা নীলাঞ্জনাকে বলিলেন, "দিদি রাত্রি হইয়া আসিল, চল আমরা এই বেলা বাটী ফিরিয়া যাই, কি জানি দুইজনেই স্ত্রীলোক পথে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

সুবোধকুমার ইহাদের কিঞ্চিৎ অন্তরালে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "ভয় কি? সুবোধ জীবিত থাকিতে তোমাদের এক গাছি কেশেও আঘাত লাগিবে না। আমি তোমাদের নিরাপদে বাটী পৌছাইয়া দিব। অতএব তোমরা যতক্ষণ ইচ্ছা অবস্থিতি কর। সুবোধ আবার বলিতে লাগিলেন. "নীলাঞ্জনা তুমি আজ যে আমায় কি দেখাইলে তাহা বলিতে পারি না। আমার পরম্ সৌভাগ্য যে তোমা-দের আগমনকালে আমি বাটী ছিলাম, কোথায় যাই নাই, নতুবা এ রত্ন দর্শনে বঞ্চিত হইতাম্। আর আমার কিছু ভাল লাগে না। তুমি কাল যখন আবার আসিবে। ইহাঁকে সঙ্গে আনিও, আহা এমন রূপ আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। বিধাতা যেন সৌন্দর্য্য সমষ্টি একত্রীভূত করিয়া এই ললিতা ললনাকে মর্ত্যালোকে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি বল নতুবা আমি তোমায় ছাড়িবনা, কাল ইহাঁকে আনিবে ত?

নীলা।—হাঁ আমার আর বাধা কি? উনি আসিলেই আমি আনিব।

সুবো।—ইনি তোমার কে হন্?

নীলা।—ইনি খুল্লতাত মহাশয়ের কন্যা ইহার নাম চিত্তহারা ইনিই মনোরঞ্জনের সহোদরা।

সুবো।— ওঃ তবে অনেক দূরে।

এই বলিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নীলা।—নাথ!

সুবো।—আর উক্ত সম্বোধনে আপন জিহ্বাকে কলঙ্কিত করিও না জগতে অনেক সম্বোধন করিবার বাক্য আছে।

তোমাতে আমাতে কিছু এখনও চারি হস্ত একত্রিত হয় নাই তবে কেন আমাকে যা তা বলিয়া লজ্জিত কর। যাহা হউক তুমি কল্য কি একবার চিত্তহারাকে আমাদের বাটীতে সঙ্গে করিয়া আনিবে?

নীলা।—চেষ্টা করিব, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি বলিতে পারি না, কারণ উভয় বংশের মনান্তরের কথা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। আর আমরা তোমাদের বাটীতে লুকাইয়া আসি কেহ জানিতে পারেনা। দাদা যদি কোন দিন জানিতে পারেন তাহা হইলে বাটীর সকলে জানিতে পারিবেন অর্থাৎ কথা প্রকাশ হইয়া পাড়বে। আচ্ছা কালি আসিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। যে কয় দিবস এই মহোৎসব চলিবে আসা যাওয়া এক প্রকার চলিবে, কিন্তু মহোৎসব অবসান হইলে আর কোন প্রকারে আসিবার উপায় নাই তখন ভরা রাত্রি না হইলে আর সুবিধা হইবে না।

সুবো।—তোমরা আপনার সুবিধা বুঝিয়া আসিবে, ফিরিবার সময় আমি স্বশস্ত্রে গিয়া তোমাদের রাখিয়া আসিব। সুবোধকুমারের দেহে একবিন্দুমাত্র শোণিত থাকিতে তোমার ও তোমার সঙ্গিনীর কোন ভয় নাই জানিও। চল অদ্য তোমাদের আমি রাখিয়া আসি। সকলে প্রস্থান করিলেন।

বাটী প্রত্যাবর্ত্তনকালে নীলাঞ্জনার মনের অবস্থা যে কি হইয়াছে তাহা পাঠক মহোদয়বর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন তিনি কখনও ভাবিতেছেন যে চিত্তহারা ছুঁড়ীকে এনে যে কি গোখুরী করেছি তা বল্‌তে পারিনি, ছুড়ীটা আমার মুখের

গ্রাস কেড়ে নিলে। নিগ্ তাতে ক্ষতি নাই বেঁচে থাক্লে তবু চোখে দেখ্তে পাব। চিত্তহারার কি হইয়াছে? তাঁহার এই প্রথম যৌবন এটী তাঁহার বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে সুবোধ-কুমার তাঁহার প্রেমকাঙ্ক্ষী, আর তিনি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে যখন ক্রমাগত তাহার কল্য আসিবার কথা-সুবোধ নীলাঞ্জনাকে বলিতে লাগিলেন তখন আর বুঝিবার অপেক্ষা কি রহিল? তিনি ভাবিলেন এ প্রকার রূপবান্ ও গুণবান্ পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই অতএব তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করা অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে?

নীলাঞ্জনার চিত্তহারার উপরে অতিশয় রাগ্ হইল বটে কিন্তু চিত্তহারা প্রকৃত দোষের দোষী নহেন কারণ তিনি ও প্রথমে ইহার বাষ্পও জানিতেন না। পরে বুঝিতে পারিলেন যে আমি আমার মনকে অদ্য অমুক স্থানে ফেলিয়া আসিয়াছি। কোথা হইতে আমাকে ফাঁকি দিয়ে মন যে সুবোধকুমারের দিকে ধাবমান হইয়াছে তাহা আমি বলিতে অক্ষম। চিত্তহারা তুমি মনে করিও না যে সুবোধ তোমার জন্য ভাল অবস্থায় আছে। সুবোধের দিবারাত্র আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইবার উপক্রম হইয়াছে সে চিত্তহারা চিত্তহারা করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। ফুটিতে পারিতেছে না, গুমরিয়া মরিতেছে। আহা চিত্তহারা কবে যে তোমাদের উভয়ের শুভ সম্মিলন হইবে তাহা জানি না, কিন্তু এরূপ সম্মিলন দুর্ঘট, কারণ উভয় বংশের মধ্যে কাহারও সহিত কাহার বাক্যালাপ নাই। চিত্তহারা! তুমি আত্মহারা হইয়া কেন প্রণয়সাগরে ঝাঁপ দিলে, তুমি কি জাননা যে সুবোধ তোমাদের শত্রুপক্ষ, তুমি কি জাননা যে ভবিষ্যতে এই প্রণয়

দ্বারা বিষময় ফল উৎপাদিত হইবে? ইহাতে তোমার পিতাও মত দিবেন না, সুবোধকুমারেরও নয়, তবে কেন অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া এমন করিলে। দেখ চিত্তহারা তোমাকে দেখিয়া অবধি সুবোধ নীলাঞ্জনাকে একেবারে ভুলিয়াছে ও তোমার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া অহরহ তাহারই ধ্যানে নিমগ্ন আছে। কেহ ডাকিলে ভাল করিয়া কথা কয় না, সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসে, আর অধিক কি বলিব তোমার জন্য তাহার দেহ পতন হইবার উপক্রম হইতেছে।

এক্ষণে সুবোধের মাতা তাহাকে অদ্য হটাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বাছা তুমি এত কৃশ হইতেছ কেন? ইহার কারণ কি? তোমার শরীরে কি কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? তোমাকে দিন্ দিন্ দুর্ব্বল হইতে দেখিয়া আমার অতিশয় ভয় হইয়াছে। বাবা রে! তুমি যে আমার অন্ধের যষ্টী, আমার এক মাত্র অবলম্বন আর আমার কে আছে? বাবা সত্বর বল তোমার কি হইয়াছে?

সুবো।—না মা আমি আপনার আশীর্ব্বাদে পরম সুখে আছি, আমার কিছুমাত্র অভাব নাই।

মনো।—তবে এত রোগ হচ্চে কেন?

সুবো।—তাহা আমি জানিনা? জগদীশ্বর বলিতে পারেন।

এই বলিয়া মাতার নিকট সকল কথা চাপা দিয়া রাখিলেন। চাপা দিলেই বা কি হইবে অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। এখন বলিতে পারি না কতদূর গড়ায়?

পর দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে নীলাঞ্জনা চিত্তহারাকে লইয়া বন্ধুদিগের বাটীতে আসিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে সুবোধ-

কুমারের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সুবোধ উঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছেন। তাঁহার দুগ্ধফেণনিভ শয্যা কণ্টক তুল্য বোধ হইতেছে, তিনি কখনও উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও শয়ন করিতেছেন, কখনও বা পাদচারে গৃহ মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার কোন কর্ম্মই ভাল লাগিতেছে না, এমন সময়ে নীলাঞ্জনা ও চিত্তহারাকে হটাৎ গৃহ মধ্যে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন যে বাস্তবিক যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্ন বা প্রকৃত অথবা মানসে তাহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছি বলিয়া বাহিরে তাহাই দেখিতেছি।

নীলা।—না তাহা নহে, প্রকৃত আমরা আসিয়াছি। ইহা তোমার নয়নের প্রতারণা বা অলীক নহে।

সুবো।—তবে কি সত্যই তোমরা আসিয়াছ? নীলাঞ্জনা প্রত্যুত্তরে বলিল "হাঁ। চোক্ষে দেখিতেছ আর জিজ্ঞাসার আবশ্যক কি?"

সুবো।—ভাই আমি তোমার ভগ্নীর রূপ গুণ দিবানিশি ধ্যান করিতেছি। আমার আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল নির্জ্জনে বসিয়া তোমার ভগ্নীকে ধ্যান করি। তোমার ভগ্নী আমার জপমালা হইয়াছে।

নীলা।—আমাকে যে কি অপরাধে মনচ্যুত করিলে তাহা বলিতে পারি না। আমিও বিবাহ করিব না। মনে যাহা আছে তাহা এখন কাহাকেও বলিব না, তোমার বিবাহ শেষ হইলে উক্ত কার্য্য সমাধা করিব। যতদিন না তোমার বিবাহ হয়, ততদিন তোমার আশা ছাড়িব না।

সুবো। ছি! ও কথা কি বলিতে আছে, তোমাতে আমাতে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃস্নেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি আমার আপন সহোদরা সমান।

নীলাঞ্জনা এইবার ধৈর্য্যধারণে অসমর্থা হইয়া তথা হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া আপন মনে একটি বিষাদ সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এই হবে যে শেষে কে জানে।
জ্বলিবে এ অভাগিনী দারুণ বিরহ বাণে॥
হায় ভালবাসি বলে, যে জ্বালাতে জ্বালাইলে,
অবশেষে দাগা দিলে, অবলা কোমল প্রাণে॥
জানিতাম আগে যদি, কাঁদাইবে নিরবধি,
তাহলে হে গুণনিধি, সঁপি কি মম জীবনে॥
ভেবেছিনু রব সুখে, পাশরিয়া মনোদুখে,
অবলা কি জানে এত, দহিবে হে মনাগুণে॥

কক্ষে উপস্থিত আর কেহই নাই, কেবল এক প্রান্তে সুবোধ কুমার ও অপর প্রান্তে চিত্তহারা। চিত্তহারা এখনও সুবোধের সহিত একটিও কথা কন নাই, একবার ঘোমটা খুলিয়া কথা কই মনে করিতেছেন, অমনি লজ্জা আসিয়া তাহা নিবারণ করিতেছে। এখন সুবোধ আর থাকিতে না পারিয়া অগ্রসর হইয়া চিত্তহারার হস্ত ধরিয়া বলিলেন যে, অবগুণ্ঠনবতী তুমি

কি অবগুণ্ঠন খুলিবে না। অপর হস্ত দ্বারা অবগুণ্ঠন অপসারিত করিলেন। এই বার চিত্তহারা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সুবোধেরও কথা কহিবার সুবিধা হইল।

চিত্ত।— মহাশয়! আমার দিদি কোথায় গেলেন?

সুবো।—গেলেই বা, তোমার ভয় কি? আর মহাশয়ই বা, কেন? আর কিছু বলে, না হয় নাম ধরে ডাক না কেন? কেউ ত আর ফাঁসি দিচ্ছে না।

চিত্ত।—ভয় করে, তুমি দিদিকে রাগিয়ে দিলে, দিদি যদি বাড়ী গিয়ে বলে দেয়?

সুবো।—দেয় দিক্। তোমার হাত ধরে না হয় ভিক্ষা মেগে খাব। এই বই ত নয়? প্রিয়ে! তোমা সম রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা যাহার সঙ্গে থাকে তাহার আবার অভাব কিসের? তবে এ বিবাহে কোন পক্ষের কর্ত্তাই সম্মত হইবেন না। কেন, বিবাহ হউক তোমার আমার দ্বারা বিবাদ মিটিয়া যাউক।

চিত্ত।—আমাদের ইচ্ছা তাই, তা কি হবে? তা হলে ত বাঁচি।

সুবো।—হোক্ না হোক্ আর তোমাকে ছাড়িব না, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমাদের পৈতৃক বিবাদ যদি না মিটে, তথাপি তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিব না ইত্যাকার উভয়ের গন্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গেল। সুবোধ কুমার চিত্তহারার চিবুক ধারণ করিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। চিত্তহারা স্পন্দহীন হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে। বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি জীবিত কি

মৃত তাহা বুঝিবার যো নাই। বহুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হওয়াতে জানা গেল যে চিত্তহারা জীবিত আছেন বটে। সুবোধকুমার এখন উন্মত্ত প্রায় দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় চিত্তহারার হস্ত আপন হস্তে ধারণ করত কখনও বুকে রাখি-তেছেন, কখন মস্তকে রাখিতেছেন, আর কখনও সেই হস্তের উপর চুম্বন করিতেছেন, চিত্তহারা অনিমেষ নয়নে সুবোধকুমা-রের মুখমণ্ডল অবলোকন করিতেছেন। যতবার দেখিতেছেন ততবারই যেন নব নব রূপে নব নব সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন প্রাণ আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার চোখের পলক নাই।

ইহাঁরা এই অবস্থায় আছেন এমন সময়ে নীলাঞ্জনা সেই গৃহ মধ্যে আসিয়া বলিলেন "চিত্তহারা আজ্ কি এইখানেই থাকিবে? আর বাটী যাইতে হইবে না? তা তুমি থাক্‌তে হয় থাক, আমি চল্লেম।

সুবো।—ও নীলাঞ্জনা অত রাগ্ কর্‌ছ কেন? তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া? কিন্তু ভাই! তোমার ত মুখের গ্রাস হই নাই, তবে যে প্রকার হইয়া আসিতেছিল, আর কিছুদিন থাকিলেই পরিপক্ক হইত। তা বিধাতা আমাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া তোমার সহিত তোমার সহচরীকে প্রেরণ করিয়াছেন। যাঁহাকে একবার দেখিয়াই আমি মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছি। নীলাঞ্জনা এ প্রণয় প্রবাহের গতি যদি আমি জোর করিয়া রোধ করি তাহা হইলে আমার দেহের ভিত্তি শুদ্ধ সমূলে উৎপাটিত হইবে আর আমিও প্রাণ হারাইব। আমাদের এ উভয়ের প্রেম যে অকৃত্রিম ও তোমার সখী যে দেবদুর্লভ তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। আমি এ জীবনে

আর তোমার সখী চিত্তহারাকে চিত্তপট হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিব না, যে প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়াকাশে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বিরাজ করিতেছে, তাহাকে কি আর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবার উপায় আছে? আমার এ দেহ মধ্যে যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন চিত্তহারা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কেহ এ হৃদয়-মধ্যে স্থান পাইবে না, ইহাঁকেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সদৃশ হৃদয় মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিব।

নীলা।—দেখ সুবোধকুমার পুরুষের অন্ত পাওয়া ভার। পুরুষ জাতি অতিশয় ধূর্ত্ত ও স্বার্থপর।

সুবো।—কেন? কিসে?

নীলা।—তুমিই তাহার এক প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

সুবো।—কেন আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি?

নীলা।—মনে করিয়া দেখ, আমি আর কি বল্‌বো।

সুবো।—আমার ত কিছুই মনে পড়ে না। এ জন্মে না গত জন্মে?

নীলা।—তোমার মনে নাই তা হবে আমারই ভুল হইয়াছে আর ভুল হইবারই কথা, দেখ ভ্রান্তিতে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে, নতুবা লোকে সেই দয়াময় ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া ব্যস্ত থাকে কেন? দিনান্তে একবার ভুলিয়াও তাঁহার নাম লয় না। ভ্রান্তিতেই এ সমুদায় হইতেছে। জগত যখন ভ্রান্তিময় তখন আমি সামান্য স্ত্রীলোক আমার ভুলের বিচিত্র কি? তুমি সৃষ্টি ছাড়া, সুতরাং তোমার ভুল হয় না, জন্ম জন্মান্তরের কথাও মনে থাকে।

সুবো।—এত বিদ্রূপ করিতেছ কেন?

নীলা।—আর ও সব কথায় আবশ্যক নাই। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, অতএব ভাই আর আমরা থাকিতে পারি না, বাটীতে মহোৎসব বলিয়াই এখনও আছি, নতুবা অন্য দিন কি এতক্ষণ থাকি, কখন চলে যেতুম্।

সুবো।—নীলাঞ্জনা তুমি যাবে যাও কিন্তু চিত্তহারাকে ছেড়ে দিয়ে আমি বাচ্‌বো কেমন করে? আহা! কবে আবার দেখা হবে, সেই আশায় জীবন ধরে কি ছেড়ে দিতে পারি?

বলিতে বলিতে সুবোধকুমারের বক্ষঃস্থল নয়ন জলে ভাসিয়া গেল। চিত্তহারাও নিঃশব্দে কাঁদিতে ছিলেন তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। যাহা হউক এখন শেষ রাত্রি এই বেলা বাটী না গেলে আর উপায় নাই। নীলাঞ্জনা অনেক করিয়া সুবোধকে বুঝাইলেন আর তাঁহাকে বলিলেন আমরা অগ্রসর হই তুমি আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস কি জানি একে আমরা স্ত্রীলোক তাহাতে রাত্রিকাল অতএব পথি মধ্যে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুবোধ বলিলেন এও কি আবার তোমাকে বল্‌তে হবে, তোমার সখীর পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে যে আমার বুকে আঘাত লাগে। বিপদ ত বহু দূরের কথা। তা চল আমি সঙ্গে যাইতেছি। একগাছি মাত্র যষ্টী অবলম্বন করিয়া ইহাদের দুই জনকে সঙ্গে লইয়া সুবোধ আপন বাটী হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

পথে গমন করিতে করিতে সুবোধ বলিলেন, "নীলাঞ্জনা কল্য আবার যথা সময়ে চিত্তহারাকে লইয়া আমাদের বাটীতে আসিবে, ইহা তোমাকে অদ্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, নতুবা বাটী যাইতে দিব না। পথ অবরোধ করিব। নীলাঞ্জনা বলিলেন দেখ আমরা স্ত্রীলোক দিবা রাত্র রাস্তা দিয়া যাতায়াত করা

আমাদের বড় ভাল দেখায় না। কল্য আর এক কাজ করিলে হয় না? কল্য তুমি আমাদের বাটী যাইবে, তাহা হইলেই ভাল হয়।

সুবো।—দেখ যাইবার আর কিছু ত বাধা নাই, তবে এই ভয় করে, তোমরা আমাদের শত্রুপক্ষ, বাবা যদি জানিতে পারেন যে, তোমাদের বাটী গিয়াছিলাম, বা তোমার খুড়া মহাশয় যদি জানিতে পারেন যে তোমরা আমাদের বাটী আসিয়াছিলে তাহা হইলে কি ভয়ানক ব্যাপার হইবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।

নালা।—তুমি এক কর্ম্ম করিবে সন্ধ্যার পর যখন রীতিমত গা ঢাকা হইবে সেই সময়ে আমাদের বাটীর স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে নাচ্ তামাসার তাঁবু খাটান হইয়াছে তাহার পশ্চাতে দীন হীন বেশে কোন বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিও পরে আমি গিয়া তোমাকে খুঁজিয়া যে মহলে আমি ও চিত্তহারা থাকি তথায় লইয়া আসিব। এই স্থির রহিল। সুবোধকুমার আচ্ছা তাহাই হইবে বলিয়া ইহাদের বাটী পৌঁছাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইহাদের দুইজনকে রাখিয়া সুবোধ বাটী ফিরিলেন। শয়ন করিলেন, নিদ্রা আসিল না। কেবল চিত্তহারা, তাঁহার নিদ্রা বিরাম সুখশান্তি সমস্ত হরণ করিয়া শূন্য দেহে তাঁহাকে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন এ পাপ নিশা কি অবসান হইবে না এত রাত্রি হইল তথাপি এখনও দুই প্রহর অতীত হয় নাই। অদ্য কি আমার যাতনা বৃদ্ধির জন্য রজনীরও আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে নাকি? হায় কখন আবার

সন্ধ্যা আসিবে, কখন আমি সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মুখখানি অবলোকন করিয়া আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত করিব। কখন আমি আবার সেই সুকোমল হস্ত স্বহস্তে ধারণ করিয়া আপন হস্তের সার্থকতা সম্পাদন করিব? কখন আমার এ সুসময় আসিবে? হা চিত্তহারা! তুমি যদি দত্তকুল সম্ভূতা না হইয়া অন্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিতে তবে আজ আমার এত ভয় বা কিসের চিত্তহারা আপন বংশ মর্য্যাদা ভুলিয়া যাও, অন্য কুল সম্ভূতা হও অথবা আমাকে বংশ মর্য্যদা ভুলিতে দাও ও বসু উপাধির পরিবর্ত্তে অন্য উপাধি দান কর তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হয় নতুবা আর উপায় নাই। এখন বিবাহ যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে তবে সকলের অজ্ঞাতে, তাহাতে তোমার আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। হায়! এ বিষয়ে যে কর্ত্তাদিগের মত হইবে তাহা বোধ হয় না। পরিণাম না ভাবিয়া তোমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছি। যতদূর অগ্রসর হইয়াছি আর ফিরিতে পারিব না। কর্ত্তাদের অমত হয় আমাদের উভয়কে পরিত্যাগ করুন। আমি তোমাকে লইয়া এদেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিব সেও ভাল তথাপি তোমাকে কোন প্রকারে ত্যাগ করিতে পারিব না। তাঁহার গৃহাভ্যন্তর আর ভাল লাগিল না ছাদের উপরে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাত্রি শেষ প্রায় হইয়াছিল ক্রমে অবসান হইল। দিবস আসিল। সুবোধ এইবার ছাদ হইতে নামিয়া গৃহে আসিয়া শয্যাশায়িত হইলেন। অল্পক্ষণের জন্য সর্ব্বসন্তাপ নাশিনী, বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবী তাঁহার কোমল অঙ্কমধ্যে সুবোধকুমারকে স্থান দিয়াছিলেন। এখন আমার বোধ

হয় বেলা আন্দাজ অৰ্দ্ধ প্রহর অতীত হইয়াছে সুবোধকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়াই হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। ইহার কারণ কি, তাহা কি পাঠক মহোদয়গণ বুঝিতে পারিয়াছেন? আর কিছুই নহে বোধ করি চিত্তহারার বিষয় কিছু স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন ও পরে তাঁহাকে ধরিবার জন্য এ প্রকার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য কিছুই নহে। চিত্তহারা চিত্তহারা করিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন সুতরাং ওরূপ ত হইবারই কথা বরং না হওয়াই আশ্চর্য্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ দিকে চিত্তহারার কি হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ একবার অবধান করুন। তিনি সুবোধের বাটী হইতে ফিরিয়া আপন শয়ন গৃহে ধীরে ধীরে গমন করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। শুইলেন ভাল লাগিল না, উঠিয়া বসিলেন, বাক্স হইতে এক একখানি পুস্তক বাহির করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন, তাহা ভাল লাগিল না, রাখিয়া দিলেন, কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন, এ, ও, তা, ছাই ভস্ম, যথেচ্ছা লিখিয়া তাহাও সুবিধা বোধ হইল না রাখিয়া দিলেন। এইবার নিস্তব্ধ হইয়া মনকে চিন্তাসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া আপনি তাহার বীচিমালা গণনা করিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন যে কি কাণ্ড হইয়া গেল কে জানে, সুবোধকুমার, আমি আর দিদি আমাদের মধ্যে এ কর্ম্মের নেতাই বা কে? হায় মনুষ্যের যে কখন কি হয় বলা যায় না। এই কিছুদিন অগ্রে চিত্তহারা একাকী ছিলেন এখন তাঁহার দোসর হইয়াছে তিনি অহরহ সেই দোসরের ভাবনা ভাবিয়া, তাঁহার হাড়

কালী হইয়া যাইতেছে। এ সকল কে দেখিবে, বাটীতে মহৎ কর্ম্ম চলিতেছে সুতরাং গৃহিণীরা সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত, চিত্তহারাকে আর কে দেখিবে। চিত্তহারা কেবল ভাবিতেছেন সুবোধকুমার আমাকে ভুলিয়া যাও। তুমি বুঝিতেছ না কি খরশাণিত অশি আমাদের মস্তকোপরে দোদুল্যমান রহিয়াছে। দেখ সুবোধ আমার নিজের ভাবনা আমি তিলার্দ্ধের জন্যেও ভাবি না, এখন আমার ভাবনা তোমার কিসে ভাল হবে, তুমি কেমন করে সুখে থাক্‌বে? হয় বসু উপাধি অতল সাগরগর্ভে নিহিত করিয়া অন্য উপাধি ধারণ কর, না হয়, আমাকে জন্মের মত ভুলিয়া যাও। দেখ তোমার জন্য আজ আমার কি দশা হইয়াছে, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও।

এইবার প্রভাত হইয়াছে, চিত্তহারার এইবার চোখে ঘুম ধরিয়াছে বটে, কিন্তু মনে ঘুম নাই। অনেক কষ্টে নয়নদ্বয় মুদিত করিলেন ও ক্ষণকাল পরে গাত্রোত্থান করিয়া নীলাঞ্জনাকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিবার জন্য খিড়্‌কীর পুষ্করিণীতে গমন করিতেছেন। নীলাঞ্জনাকে উদ্দেশ করিয়া চিত্তহারা বলিতেছেন, "ভাই! কাল রাত্রিতে কেমন ছিলে? আর তুমি দিন দিন এত রোগা হইতেছ কেন?

নীলা। ভগ্নী! তুমি ত সকলই বিদিত আছ। তোমার অজ্ঞাত আমার ত কিছুই নাই। আমি দেহের কাঠামখানি লইয়া আছি এইমাত্র, নতুবা আমার সুখসচ্ছন্দ জন্মের মত ঘুচিয়া গিয়াছে, আর এ জন্মে ফিরিবে না। তবে আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তাই আমার দেহের ভিতর জ্বলিয়া

পুড়িয়া খাক্ হইতেছে। তোমাকে আমি আর অধিক কি বল্‌বো? জেনে শুনে আবার জিজ্ঞাসা? দেখ্‌তে পেলে কি কেউ শুন্‌তে চায়? জেনে শুনে জিজ্ঞাসার আবশ্যক কি? তুমিও যে জন্যে রোগা হচ্ছ, আমিও সেইজন্য রোগা হচ্ছি। উভয়ের একই কারণ।

চিত্ত। আচ্ছা তুমি যে, সে দিন তাঁকে আস্‌তে বলে এলে, যদি কেউ তা জান্‌তে পারে তবে একেবারে প্রাণ হানির সম্ভাবনা। সেই জন্যে বলি তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তুমি তাঁবুর সন্নিধানে গমন করিবে, ও যে সময়ে কোনের মানুষ দেখা যাবে না সেই সময়ে বাটীর ভিতরে লইয়া আসিও। পরে যাহা হয় হইবে।

দিবা অবসান হয় না হয় না করিয়া হইল। সন্ধ্যা হইল, ও ক্রমে ক্রমে রজনীও নিশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিলেন। সুবোধকুমার চুপে চুপে সেই তাঁবুর সন্নিধানে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নীলাঞ্জনা আপনার পূর্ব্ব কথিতমত সুবোধকে আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গন্তব্যস্থানে গমন করিয়া চারিদিকে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, ভাবিলেন সুবোধ হয় ত এখন ও আসিয়া পৌঁছায় নাই। একবার ধীরে ধীরে কোমল স্বরে ডাকিতে লাগিলেন। সুবোধকুমার, সুবোধকুমার, দুই তিন বারের পর সুবোধ নীলাঞ্জনার স্বর বুঝিতে পারিয়া সাড়া দিলেন। এখন নীলাঞ্জনা জানিতে পারিলেন যে, সুবোধ আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। সুবোধ তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন। নীলাঞ্জনা সুবোধের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সুবো।—তোমার ন্যায় কথা রক্ষা করে, এ প্রকার স্ত্রী-লোক বিশ্বসংসারে অতি বিরল, তুমি যাহা বল তাহা কর ইহা আমি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি।

নীলা।—এত করিয়াও তোমার মন পাইলাম না এই দুঃখ। যদি জানিতাম যে, কি করিলে পাওয়া যায়, না হয় তাই করিতাম। সুবোধ চল এইবার ওঠো, চল যাওয়া যাক্, এদিকে এখন কেউ নাই সকলে ও দিকে আছে। "সুবোধ উহারই কথায় গৃহত্যাগ করিয়াছেন ও উহারই কথায় উহাদের বাটীর ভিতর চলিলেন। ভাবিলেন যে, যখন নীলাঞ্জনা স্বয়ং আছে তখন আমার আর ভয় কি?"

সুবো।—কোন দিকে যাব বল দেখি?

নীলা।—আমার পেছনে পেছনে এস আর কি?

সুবো।—তাই চল যাওয়া যাক্।

উভয়ে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে ঘরে চিত্তহারা অবস্থান করিতেছিলেন নীলাঞ্জনা সুবোধকে সেই ঘরে লইয়া গেলেন। চিত্তহারা হটাৎ সুবোধকুমারকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নীলাঞ্জনা তাহাকে উক্ত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া প্রস্থান করিলেন, বলিয়া গেলেন সুবোধ ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ কর, কি জানি যদি কেহ প্রবেশ করে, তবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সুবোধ নীলাঞ্জনার কথায় গৃহত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, এখন আবার তাহারই কথায় দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

চিত্তহারার আনন্দের পরিসীমা নাই তিনি যেন বিনা

ক্লেশে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। যাঁহার জন্য সমস্ত রাত্রি কল্য একেবারে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সুবোধ স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি আনন্দ লাভ করিবেন তদ্বিষয়ে আর বিচিত্র কি? সুবোধ নিশব্দ পদ সঞ্চারে চিত্তহারার সন্নিকটে আসিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। উভয়ে গৃহ মধ্যে আস্তে আস্তে বেড়াইতে লাগিলেন।

সুবো।—প্রিয়ে! আবার যে তোমার শ্রীমুখ দেখিতে পাইব এ আশা আর মনে ছিল না।

চিত্ত।—নাথ! আমি ঈশ্বরের নিকট কোন দোষেই দোষী নহে, তবে কেন না তিনি আমার আশা পুরাইবেন।

সুবো।—কল্য তোমার আসিবার পর আমি সমস্ত রাত্রি যদি একবার চোক্ বুজাইয়া থাকি? তাতে আবার তোমাকে স্বপ্ন দেখে যে, মন কি খারাপ হইল তাহা বলিতে পারি না। এসো একবার তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদয় জুড়াই, দেখ তোমার বিরহে হৃদয় মধ্যে কল্য অতীব যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল আজ তোমাকে বুকে লইয়া বিরহানল নির্ব্বাপিত করিব। নতুবা অন্য প্রকারে আর নিভিবার উপায় নাই।

চিত্ত।—জীবিতেশ্বর! তুমি কি সত্য সত্যই আমার জন্য কাঁদ?

সুবো।—কাঁদা ত দূরের কথা, খাওয়া দাওয়া ঘুচে গেছে। আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল দুইজনে একত্র বসিয়া থাকি ও মধ্যে মধ্যে তোমার প্রফুল্ল মুখকমলটী দেখি এই আমার মনের ইচ্ছা আর কিছুই নহে।

চিত্ত।—হৃদয় রতন দেখ, যত পার দেখ, একবার না হয় দশবার, দশবার না হয় পঞ্চাশবার, পঞ্চাশবার না হয় লক্ষবার, তোমার যতবার ইচ্ছা ততবার দেখ। তোমার জিনিষ তুমি না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌বে?

সুবো।—অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। চিত্তহারা হতভম্বা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুবোধ ও চিত্তহারার প্রণয় যতদূর অগ্রসর হইতে পারে তত দূর হইল, উভয়ে রাত্রি পরমানন্দে যাপন করিলেন। পর দিবস অতি প্রত্যূষে সুবোধ চিত্তহারার নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার গৃহ হইতে সকলের অজ্ঞাতে প্রস্থান করিলেন। ও বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, ধন্য নীলাঞ্জনা তোমার অপার বুদ্ধি ও অসীম দূরদর্শিতা। তুমি চিত্তহারা ও সুবোধকে জীবন দান করিলে। তোমার ন্যায় পরোপকারী আর কেহ আছে কিনা সন্দেহ। তুমি আপনার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চিত্ত-হারার উপকার করিয়াছ। অতএব তোমার সহিত কোন রমণীরই তুলনা হইতে পারে না, যে আপনার জীবন পর্য্যন্ত দিয়াও পরোপকার করে তাহার গুণের কথা কি আর এক মুখে বলা যায়। যে সময়ে সুবোধ দত্তবাটী হইতে বহির্গত হন, নীলাঞ্জনাও কিঞ্চিৎ দূর তাঁহার সহিত আসিয়া ছিলেন। সুবোধের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি তিনি স্বকর্ণে শুনিয়া ছিলেন এখন বলিলেন যে, "সুবোধ তুমি জান না আমি অতিশয় খল, ইহাতে আমার বিশেষ স্বার্থ আছে সেই জন্য আমি এ কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছি। তুমি আমাকে যেরূপ সৎ মনে কর, আমি তত সৎ নহি।"

নীলা।—সৎ হও বা অসৎ হও আমি তোমার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।

এই প্রকার কথাবার্ত্তায় কিছুদূর যাইয়া নীলাঞ্জনা বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এমন সময়ে পথে হটাৎ মনোরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যে সময়ে দেখা হইল সে সময়ে উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছেন। নীলাঞ্জনা মনোরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ হইবার অব্যবহিত পরে আপন বাটীতে চলিয়া আসিয়াছেন। ভয়ে তাঁহার বুক এখনও গুরু গুরু করিয়া কাঁপিতেছে।

মনোরঞ্জনকে দেখিবামাত্র সুবোধের আত্মাপুরুষ ভয়ে শুকাইয়া গেল, তিনি কৃত্রিম সাহসে ভর করিয়া কিছু না বলিয়া পূর্ব্বমত আপন বাটী অভিমুখেই গমন করিতে লাগিলেন। মনোরঞ্জন সুবোধকে সম্বোন করিয়া বলিলেন কোথা যাও, সুবোধ! একটু অপেক্ষা আমার তোমার সহিত গোটা কতক কথা আছে।

সুবো :—আমি দাঁড়াইব না। তোমার ইচ্ছা থাকে কাছে আসিয়া বলিয়া যাও।

মনো।—(স্বগত) দাঁড়াও কি না দাঁড়াও দেখিতেছি। তুমি দাঁড়াইবে না তোমার উপরওয়ালা দাঁড়াইবে। (প্রকাশ্য) নিকটবর্ত্তী হইয়া নীলাঞ্জনার সহিত এখন তুমি কি কথা কহিতেছিলে, আর আমার বাটীর নিকট দিয়াই বা কোথা হইতে আসিতেছিলে তুমি কি জন্য আমাদের বাটীতে গিয়াছিলে? আমরা ত তোমাদের আদৌ আহ্বান করি নাই আর নিমন্ত্রণও হয় নাই।

সুবো।—কে নীলাঞ্জনা? আমি তাহাকে জানি না, আর কখনও দেখিয়াছি বা তাহার এই নাম শুনিয়াছি তাহা বোধ হয় না। আর ঐ দিক দিয়া আসিতেছিলাম বটে, কিন্তু তোমাদের বাটিতে যাই নাই। নিমন্ত্রণ কর আর না কর অন্ততঃ ভদ্রসন্তান বিশেষতঃ কায়স্থকুল সম্ভূতগণ যাহারা ভদ্র সমাজে যাতায়াত করে তাহাদের মুখ হইতে ইতর সদৃশ ছোট কথা বাহির কেন? তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ কর নাই তুমিও জান আর আমিও জানি। পথিমধ্যে সে কুৎসিৎ কথা বলিবার আবশ্যক কি আছে? আর আমিই বা কি জন্য বিনা আহ্বানে তোমাদের বাটী যাইব? মনোরঞ্জন বলিলেন যে, গিয়াছিলে কি না? তাহা এখনই জানা যাইবে। তোমার ন্যায় নীচাশয়, নরাধন ও হতভাগা আর কে আছে?

সুবো।—দেখ মনোরঞ্জন তোমার মুখ ক্রমে বাড়িতেছে। জিহ্বাকে সাবধান কর, তোমারা বড়মানুষ বলিয়া যেন মনে করিও না যে, তোমাদের ভয় করিব? তুমি বড়মানুষ থাক তোমাদের ঘরে আচ, আমি গরিব থাক আমাদের ঘরে আছি, উভয়ের মধ্যে কেহ কাহারও এক চালায় ঘর করি না। তবে কি জন্য তোমার কটু কাটব্য সহ্য করিব।

মনো।—তুমি ত তুমি তোমার ঘাড় কর্‌বে।

সুবো।—দেখ মনোরঞ্জন আবার বলিতেছি শীঘ্র সাবধান হও নতুবা তোমার আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত?

মনো।—কি! কায়স্থকুল কলঙ্ক! আমার মৃত্যু উপস্থিত? এখনই তোর মস্তক পদতলে দলিত কর্‌ব ও পদাঘাতে তোর মুখমণ্ডল শতধা চূর্ণ কর্‌বো।

সুবো।—আর সহ্য হয় না।

এই অবধি সুবোধকুমার বলিয়া'ছেনমাত্র, এমন সময়ে বসন্তকুমার ও প্রবোধচন্দ্র সুবোধের এই অকৃত্রিম বন্ধুদ্বয় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাদের দুইজনকে দেখিবামাত্র সুবোধকুমারের বুকের ছাতি ফুলিয়া পাঁচ হাত হইল। তখন সুবোধ আবার বলিতে লাগিলেন "দেখ মনোরঞ্জন তোমার অদ্য যে প্রকার গতিক দেখিতেছি তুমি একটা কাণ্ড না বাধাইয়া ছাড়িবে না ?

মনো।—তোকে ছাড়িব আগে, শৃগাল কুকুর প্রভৃতিকে তোর মাংস লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিব। তবে আমার এ গাত্রদাহ নিবারণ হইবে।

বসন্ত ও প্রবোধ।—তোমাদের দুজনের কি হয়েছে ভাই ? এ যে দেখ্‌চি মল্ল যুদ্ধ হইবার উপক্রম ?

মনো।—তোদের কেউ মুড়ুলি কর্‌তে ডাকেনি, যা, যে যা'র কাজে যা। আমাদের যা হোক্ তোদের সে কথায় কাজ কি ?

বস।—আঃ মোলো হতভাগা আমরা তোর কোথায় ভালর চেষ্টা কর্‌ছি, যাতে বিবাদ না হয় তারই চেষ্টায় আছি। আমাদের কোথায় ভাল কথা বল্‌বি, না আমাদেরও যা ইচ্ছা তাই, তা যা তুই আপনি মরগে যা, আমাদের তাতে ক্ষতি কি ? প্রতিবাসী রাত প্রভাতে পরস্পরের চারি চক্ষুতে প্রাতহ একত্র মিলিত হয়, কলহ বিবাদাদি যত না হয় ততই ভাল নৈলে তুই আমাদের আর কে হরিরখুড়া মাধাইদাস।

মনো।—যা, যা, অত বারফট্টাই কর্‌তে হবে না, এখান থেকে সরে যা।

প্রবো। - খুসী, আমরা দাঁড়াবো, তোর রাস্তা ?

মনো।—আচ্ছা থাক্।

বসন্ত।—বেটাচ্ছেলের মুখ যেন হাড়ী চাঁড়ালের চেয়েও ইতর, ভাল কথা ব্যাটার মুখে নাই। আমরা যত ভাল করে বল্‌ছি তত তুইতোকারী, বেরো, দুরহ ইত্যাদি বই আর কিছু মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না।

প্রবো।—বসন্ত একটু চুপ করে দাঁড়ানা সুবোধের সঙ্গে কি রকমটা হয় একবার দেখি।

ইহারা দুইজনে বকিয়া ঝকিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

মনোরঞ্জন আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সুবোধকে বলিলেন যে, ওরে আমি তোকে যা আগে জিজ্ঞাসা করেছি তার যথার্থ উত্তর দিবিনি।

সুবো।—দেখ ভাই প্রবোধ ও বসন্ত তোমারা সাক্ষী আছ, আমি আর এরূপ কটু কথা সহ্য করিতে পারিতেছি না। এইবার আমি দুরাত্মাকে মারিব।

মনো।—কিরে এখনও যে যবাব দিচ্ছিস্ নে ?

এইবার সুবোধকুমার স্বজোরে মনোরঞ্জনের কপালে এক চপেটাঘাত করিলেন, মনোরঞ্জনের আরো রাগ্ বৃদ্ধি হইল। উভয়ের ঘোরতর মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হইল, এই সময়ে মনোরঞ্জন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারের রব শুনিয়া একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, একে বাটীতে কর্ম্মোপলক্ষে গোল-মাল তাহার উপরে আবার এই গোলমাল এই প্রকার উভয়বিধ গোলমালে জনতা রাখিতে আর জায়গা নাই।

দত্তদিগের বাটী হইতে অনেক লোক এখানে আসিয়াছে কিন্তু বসুদিগের বাটীর জনমানবও নাই কারণ প্রতি বৎসরই এই কর্ম্মের কয় দিবস তাহাদের বাটীর কেহ এ রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে না সুতরাং এত কাণ্ড হইয়াছে তাহা বসুরা কেমন করিয়া জানিবে? এক্ষণে মনোরঞ্জনের আজ্ঞায় চারি দিক্ হইতে দ্বার রক্ষকগণ সুবোধকুমারকে ঘেরাও করিয়া দত্তদিগের বহির্বাটী অভিমুখে লইয়া চলিল। সুবোধও কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন আর মনোরঞ্জনও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সুবোধের বন্ধু প্রবোধ ও বসন্তকুমার পরিণাম জানিবার জন্য ঐ সমভিব্যাহারে চলিলেন।

সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ নীলকমল দত্ত মনোরঞ্জনকে ডাকিয়া প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মোনা কি হয়েছে র‍্যা? অত চেঁচাচ্ছিলি কেন?

মনো।—বাবা! এই দুষ্ট আমাদের অন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল ও নীলাঞ্জনার সহিত ইহাকে কথা কহিতে দেখিলাম।

নীল।—স্ত্রীলোক মহলে প্রবেশ করিয়াছিল তুই ঠিক্ দেখিয়াছিস্।

মনো।—স্বচক্ষে দেখি নাই তবে ঐ দিক্ দিয়া আসিতেছিল ও নীলাঞ্জনার সহিত কথা কহিতেছিল, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

নীল।—কি কথা কহিতেছিল?

মনো।—তাহা আমি বলিতে পারি না কারণ নীলাঞ্জনা আমাকে দেখিয়াই পলায়ন করিল।

নীল।—সুবোধকুমার তুমি কি যথার্থই আমাদের অন্দর মহলে গিয়াছিলে?

সুবো।—আপনার সহিত কেন মিথ্যা কথা কহিব? আপনি বৃদ্ধ ও পিতৃতুল্য "হাঁ আমি গিয়াছিলাম।

নীল।—কেন গিয়াছিলে? কি আবশ্যক ছিল?

সুবো।—অবশ্য কিছু ছিল সে কথাও আপনাকে গোপন করিব না। পরে বলিব।

নীল।—আচ্ছা, পরে বলিও। কিন্তু এই অনধিকার প্রবেশের দরুণ তোমাকে দ্বাদশ বৎসর কাল নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। অতএব যাও শীঘ্র নির্ব্বাসনের জন্য প্রস্তুত হও।

সুবোধ যে আজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দত্তবংশীয়েরা বসুদিগের অপেক্ষা ধনে ও জমীদারীতে প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মতে প্রায়ই বসুদিগের সায় দিতে হইত তাহা ন্যায় বা অন্যায় হইলেও বসুরা সে মতের অমত করিতেন না। সুবোধের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা রাজ্য মধ্যে প্রচার হইয়া গেল। ক্রমে ইহা হর সুন্দর বাবুর ও শ্রবণগোচর হইল। তিনি কি করিবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। বাটীতে হাহাকার শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। মনোরমা পুত্রের নির্ব্বাসন হইবে ভাবিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন। এমন সময়ে পুত্র পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিলেন।

মনো।—সুবোধ কি হইয়াছে? কি জন্য নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা তোমার উপরে হইল।

সুবো।—মাত! কি আর আপনাকে বলিব আমি অদ্য প্রাতঃকালে বড় রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম। পথি মধ্যে নীলরঞ্জনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আমার সহিত দুই

একটী কথা কহিয়াছিল। সে যে আমাদের বাটীতে আসে তাহা দত্তদের বাটীর কেহ জানে না। নীলাঞ্জনা যে সময়ে আমার সহিত কথা কয় সেই সময়ে মনোরঞ্জন দেখিতে পাইয়াছিল ও পরে আমাকে অযথা কতকগুলা গালাগালি ও অনর্থক কটু কাটব্য বলাতে উভয়ের মারামারি হইল, মারামারিতে মনোরঞ্জন হারিয়া খুব চেঁচাইতে লাগিল চীৎকারের রব শুনিয়া দত্তদের বিস্তর দরওয়ান আসিয়া আমাকে ঘেরাও করিয়া উহাদের কাছারী ঘরে লইয়া গেল ও নীলকমল দত্ত অবিচারে আমার প্রতি এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। আমি তথাস্তু বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের উভয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, এক্ষণে প্রসন্ন চিত্তে আপনারা আমাকে অনুমতি দিন আমি নির্ব্বাসনে গমন করি।

হর।—বাবা তোমাকে ছেড়ে আমরা যে কেমন করে বাঁচ্‌ব তা বল্‌তে পারিনা।

সুবো।—যা হোক্‌ যদি বাঁচিয়া থাকি ত আবার দেখা হবে।

মনো।—সুবোধকুমার তোর আর গিয়ে কাজ নাই বাবা, তুমি বাটীর ভিতর থেকে আর বেরিওনা। তাহলে আর কেউ তোমাকে দেখ্‌তে পাবে না। সকলেই মনে করবে তুমি চলে গেছ ?

সুবো।—মা, তা কেমন করে হবে যদি শালা মনোরঞ্জন কোন রকমে টের পায় তাহলে ওরা বাড়ী শুদ্ধ লোককে কষ্ট দেবে। আমার জন্য আপনার কিছু ভাবনা নাই।

আমি বেঁচে আস্‌ব আপনি নিশ্চিৎ জানিবেন। কিছু ভয় নাই নিশ্চিন্ত থাকুন।

মনো।—বাবা যাকে নিয়ে বুব ঠাণ্ডা থাক্‌বে সেই চল্লো আর নিশ্চিন্ত,

সুবোধকুমার কাহাকে কোন কথা না বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। আর কাহারও জন্য অপেক্ষা করিলেন না। এখানে নীলাঞ্জনা ও চিত্তহারার কি দশা হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গ একবার অবধান করুন। মনোরঞ্জন কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া অতকাণ্ড করিয়াছিলেন সমস্ত অবগত হইতে পারিলে কি হইত, তাহা বলিতে পারি না। সুবোধকুমার নির্ব্বাসনের জন্য যাইতেছেন সত্য, কিন্তু তথাপি চিত্তহারার প্রতিরূপ যাহা তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে তাহা আর এ জীবনে ভুলিবার যো নাই। চিত্তহারারও যে দশা ও নীলাঞ্জনারও সেই দশা। সুবোধের নির্ব্বাসন কর্ণে শুনিয়া সে রাত্রিতে নীলাঞ্জনার একেবারে নিদ্রার উদ্রেক হয় নাই চিত্তহারার ত কথাই নাই। এক একবার চিত্তহারা নীলাঞ্জনার গৃহে প্রবেশ করিতেছেন ও এক একবার আপনার ঘরে ফিরিতেছেন। সর্ব্বদাই বলিতেছেন "দিদি নীলাঞ্জনে! তবে আমার কি গতি হবে? আমি যে একেবারে জন্মের মতন গেলুম। যাঁর সুখে আমার সুখ, যাঁর মঙ্গলে আমার মঙ্গল, সেই প্রাণপ্রতিম পতি আমাকে ছেড়ে এখন বার বৎসরের জন্য চল্লো, আমি আর কার মুখ দেখে প্রাণ ধারণ করব? কে আমায় আর প্রিয়তমা সম্বোধনে সম্বোধন করিয়া আমার অন্তরাত্মা শীতল করিবে? হায় জগদীশ্বর তোমার

মনে কি এই ছিল? অনেক কষ্টে দুঃখিনীকে মনের মতন রত্ন দিয়ে তাতে আবার বঞ্চিৎ করছ কেন? আমি তোমার কাছে কিছু চাইনি তুমি আপনিই অনুগ্রহ করে দিলে, যদি অনুগ্রহ করে দিলে তবে আবার নাও কেন? শুন্‌লেম দাদার সঙ্গে নাকি সুবোধের মারামারি হইয়াছিল? দাদার সহিত মারামারি একবার হউক দশবার হউক শতবার হউক আর লক্ষবার হউক আমার তাহাতে কি? আমার হৃদয় রত্ন অক্ষুন্নভাবে চিরকালই হৃদয় মধ্যে থাকিবে। তাহাকে আমি হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে যাইতে দিব না। এই বিবাদে যদি দাদা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আর যদি দাদার মুখ আমাদিগকে দেখিতে না হইত তাহা হইলে উত্তম ছিল, কিন্তু তাহা হইল না, দুরাত্মা এখনও জীবিত আছে। সুবোধ অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আমার ভ্রাতা জানিয়া উপেক্ষা করিয়া কিছু বলেন নাই নতুবা এখনই প্রাণ হানি করিতেন। আমি লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃ শোকানল সহ্য করিতে পারি তাহাতে আমার কিছুমাত্র মনের বিকৃত অবস্থা হয় না, কিন্তু সুবোধকুমারেরর নির্ব্বাসন আমার প্রাণে কখনই সহ্য হইবে না। যদি সুবোধ যাইবার সময়ে একবার আমার সহিত দেখা করিয়া যায় তারই মঙ্গল নতুবা আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণ বায়ু অদ্যই বাহির করিব। নীলাঞ্জনার অবস্থা পাঠক মহোদয় একবার শুনুন, নীলাঞ্জনা যে অবধি সুবোধের নির্ব্বাসনের আজ্ঞা আপন কর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন, সেই অবধি তাঁহার আহার নিদ্রাদি সকল বিষয়ই ক্রমশ লোপ পাইয়া আসিতেছে। কিছুই ভাল লাগে না, কেবল হা সুবোধ যো

সুবোধ, তুমি নির্ব্বাসিত হইবার অগ্রে কি তোমাকে একবার দেখিতে পাইব না?

নীলাঞ্জনা ও চিত্তহারার মন যে প্রকার সুবোকুমারের উপর পড়িয়া আছে। সুবোধও অবিকল তদবস্থাপন্ন হইয়া ছেন, তাহা একবার আমি পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। এক্ষণে সন্ধ্যার কিছু অধিক রাত্রি হইয়াছে। সুবোধকুমার কি জানি এই রাত্রিতে কি মনে ভাবিয়া দত্তদিগের অন্দর বাটীর সন্নিকট এক বৃক্ষতলে একাকী বসিয়া আছেন ও নীলাঞ্জনার জন্য তাঁহার আপন বাটী হইতে একটী স্ত্রীলোক পাঠাইয়াছেন। নীলাঞ্জনা সংবাদ পাইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ও সুবোধের উদ্দেশে সেই বৃক্ষ-তলে চলিলেন তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুবোধ গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে অজস্রধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন ভাই! এ বিষয়ে তোমার বা আমার কোন অপরাধ নাই। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবে, তাহার আর নড় চড় হইবার যো নাই। যে কোন প্রকারেই হউক তাহা ঘটিতেই হইবে। ইহা অনিবার্য্য, কাহারও সাধ্য নাই যে প্রতিরোধ করে? যাহা হউক কোন প্রকারে আজি আমার সহিত একবার চিত্ত-হারার দেখা করাইয়া দিতে পার? নীলাঞ্জনা কেন পারিব না? তুমি আমার সহিত আইস।

সুবো।—আমি জীবন থাকিতে আর তোমাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিব না। তোমার ইচ্ছা হয় ত তাহাকে এইখানে ডাক।

নীলা।—আচ্ছা অপেক্ষা কর। আমি এখনই তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।

সুবো।—কেহ যেন জানিতে না পারে সাবধান্।

নীলাঞ্জনা চিত্তহারাকে ডাকিয়া আনিল। চিত্তহারা সুবোধকে দেখিয়া তাঁহার গলদেশ স্বীয় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সুবোধও তাঁহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতক্ষণ অতিবাহিত হইলে সুবোধকুমার বলিলেন, প্রিয়ে আর তোমার মুখকমল দ্বাদশ বৎসরকাল দেখিতে পাইব না। বাঁচি ত আবার দেখা হবে। আর আমি মধ্যে মধ্যে নেত্রকোণায় তোমাদের পুরোহিত বাটীতে আসিব ও তাঁহার ভৃত্য দ্বারা তোমাকে সংবাদ পাঠাইব।

এইবার সুবোধকুমার রমণীদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া বার বৎসরের জন্য প্রস্থান করিলেন।

কাহারও পৌষমাস কাহারও সর্ব্বনাশ, দিন অদিন কাহারও অপেক্ষা রাখে না, সুবোধকুমারের নির্ব্বাসনে সমগ্র ঢাকাবাসী দুঃখিত, কিন্তু দত্তবাটীর সকলে মহা আনন্দিত। এবারে মহোৎসব অদ্য চুকিল। নীলকমল দত্ত মহাশয় অদ্য নেত্রকোণায় রওনা হইলেন। তাঁহার রওনার কিছুমাত্র পরে তাঁহাদের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দত্তবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরঞ্জন পুরোহিত মহাশয়কে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। পুরোহিত মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পুরোহিত।—বাবা মনোরঞ্জন, নীলকমল কোথা বাবা?

মনো।—জমীদারীর সুবন্দোবস্তের জন্য আপনাদের দেশে গমন করিয়াছেন।

পুরো।—কবে গিয়াছেন?

মনো।—আপনার এখানে পদার্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে।

পুরো।—কবে ফিরিবেন?

মনো।—বন্দোবস্ত সমাপ্ত হইলে আর সেখানে কালবিলম্ব করিবেন না।

পুরো।—তুমি ইহা স্থির নিশ্চয় জান ত?

মনো।—আজ্ঞা হাঁ,

পুরো।—আচ্ছা বাবা মনোরঞ্জন, বন্ধুদিগের সহিত তোমাদের ইহার মধ্যে কি গোলযোগ হইয়াছিল?

মনো।—গোলযোগ এমন কিছুই নহে, তবে ঐ সুবোধ ছোঁড়াটা একদিন নীলাঞ্জনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছে আমি দেখ্‌লুম। তাইতে আমি ছোঁড়াটাকে ২। ৪টা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে কিছু জবাব না দিয়ে আমার উপর রেগে উঠে মার্‌তে এলো, তা আমিও বা ছেড়ে কথা কইব কেন? দুজনে খুব মারামারি হল।

পুরো।—তার পর কি হল?

মনো।—তার পর, বাবা তাকে ৭। ৮জন দরওয়ান পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেলেন ও পরে বিচারে বার বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। একণে উক্ত আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য সে কয় দিবস হইল, বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছে।

পুরো।—আচ্ছা, মনোরঞ্জন, সুবোধ ত সে রকমের ছেলে

নয়। সে নামেও সুবোধ আর কাজেও সুবোধ। সে এ রকম করলে, অতি আশ্চর্য্য।

মনো।—কি বল্‌বো মশাই, এ চোখে দেখ্‌লেম; কাণে শোনা কথা নয়।

পুরো।—হবে বা, মানুষের মন না মতি, কখন কি হয় কিছু বোঝবার যো নাই।

পুরোহিত মহাশয়ের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া মনোরঞ্জন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নীলাঞ্জনার ও চিত্রহারার সুবোধ বিরহে প্রথমে আকৃতিগত বৈষম্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উভয়ের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহারা উভয়ে কেবল দিন গণিতেছেন যে কবে বার বৎসর পূর্ণ হইবে, কবে তাঁহারা পুনরায় সুবোধকে দেখিবেন।

অদ্য নীলকমল বাবু জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নেত্রকোণা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনোরঞ্জন পিতৃচরণে প্রণত হইয়া কুশলাদি ও জমীদারীর খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, অদ্য দুই দিবস অতীত হইল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়াছেন।

নীল।—তিনি কোথায়?

মনো।—তাঁহাকে পূর্ব্ব দিকের বৈঠকখানা নির্জ্জন বলিয়া বিশ্রামের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত করিয়া সেইখানে রাখিয়াছি। আর আমি প্রত্যহ যখন তখন তদারক করি কারণ আপনি এখানে নাই পাছে তাঁহার কোন কষ্ট হয়।

নীল।—চল তাঁহার চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া আসি।

পিতা পুত্রে একত্রে পূর্ব্ব দিকের বৈঠকখানায় গমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীলকমলকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কর্ত্তা পুরোহিত মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, মনোরঞ্জন ও পিতার অনুমোদন করিলেন।

নীল।—বাটীতে এত বড় বাৎসরিকটা গেল, তা একবার পায়ের ধূলো পড়্‌ল না। আপনার অপেক্ষায় থেকে শেষে ক্রিয়ার পূর্ব্বদিনে একজন নূতন লোক নিযুক্ত করে কাজ করালুম। তা, যাহোক্, এবার যা হবার তা হয়েছে, আর এ রকম করবেন না। আমরা আপনার গরিব জজমান।

পুরো।—দেখ নীলকমল। তুমি কিছু মনে কর না বাবা, কাজের গতিকে আমি একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলুম, তাই আস্‌তে বিলম্ব হয়েছে। কি করি বাবা আর দেখবার শোনবার লোক কেউ নেই নিজেকেই সকল দিক্ দেখতে হয় ছেলেকে কোন খানে পাঠাতে পারিনি, কারণ বাটীতে একজন না থাক্‌লে চলে না।

নীল।—তা আপনাদের উপর ত আর কিছু বল্‌বার যো নাই, যা ভাল বুঝেছেন করেছেন।

পুরো।—হাঁ হে নীলকমল, তুমি বোসদের সুবোধকে নির্ব্বাসিত করেছ নাকি ?

নীল।—আজ্ঞা হাঁ। তার দোষ ছিল, সে বিনা অনুমতিতে আমার বাটীর ভিতরে প্রবেশ করে ছিল।

পুরো।—এমন কাজ কর্‌তে আছে ? তার বুড়ো মা বাপ্ রাতদিন কাঁদছে, তাদের ঐ একটি ছেলে, এই কাল হরসুন্দর আমার কাছে এসে কত কাঁদতে লাগ্‌ল। আহা! কি বল্‌ব

তার কান্না দেখে, আমার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল। এরূপ লঘু অপরাধে ওরূপ গুরুদণ্ড দেওয়া আমার বিবেচনায় অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহা হউক আমার কথায় তাহাকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দাও, আর কেন ঢের হয়েছে। আর তাকেও খুব ভাল বল্‌তে হয়, সে তোমার কথার উপর আর দিরুক্তি না করে একেবারে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে গেল। যা হোক্ বাবা, আমার কথা রেখ, তাতে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না। দেখ, তার মা বাপ্ রাত দিন কাঁদছে, লোকের চোখের জলের যে কারণ হয়, তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। অতএব এই বুড়োর কথাটি রেখ, দেখ এতে তোমার নিশ্চয় ভাল হবে।

নীল।—সে এখন কোথায় গিয়েছে, কোথায় গেলে তাকে পাব, তারও কিছু ঠিক নেই।

পুরো।—বলি পৃথিবী ছেড়ে ত যায় নি রে বাবা, তোর পাঁচটা লোকজন আছে। জন চার পাঁচ লোককে অনুসন্ধান করতে পাঠাও, তারাই খুঁজে বার করবে।

নীল।—আচ্ছা আপনার আজ্ঞা পালন করবো। এসে অবধি বাটীর ভিতরে কি একদিনও যাওয়া হয়েছিল ?

পুরো।—আমার কোন আবশ্যক হয় নাই, সবই এইখানে পাচ্ছি। আর তুমি নেই বলে অত চেষ্টা ছিল না।

নীল।—চলুন, এখন একবার বাড়ীর ভিতর মেয়েদের পায়ের ধুলা নিয়ে আসবেন চলুন।

পুরো।—চল।

সকলে অন্দরমহলে গমন করিলেন। অন্দরে প্রবেশ করি-

বার অগ্রে একজন কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন যে, সুবোধকুমারকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ৬ জন লোক ইতস্তত প্রেরণ কর, তাহারা যতদিন না সুবোধের দর্শন পায় যেন ফিরিয়া না আইসে।

পুরোহিত মহাশয় অন্দরমহলে পদার্পণ করিলে সর্ব্বাগ্রে নীলকমল বাবুর বনিতা প্রণাম করিলেন, নীলাঞ্জনা ও চিত্তহারা

প্রণতা হইলেন। পুরোহিত নীলাঞ্জনাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু চিত্তহারাকে চিনিতে পারেন নাই, বলিলেন যে, এটী কে ?

নীলকমল বাবুর স্ত্রী অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে নম্রস্বরে বলিলেন, ও যে আমার চিত্তহারা, আপনি চিন্‌তে পারেন নি ?

পুরো।—না মা, ওর চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন ? আর আগের মতন লাবণ্য নেই, কোন অসুখ হয়েছে নাকি ?

নীলা।—অসুক করেনি, ও কিছু খায় দায় না, পড়ে পড়ে কি ভাবে তা ওই জানে।

পুরো।—তোমারও ত চেহারা তত সুবিধা দেখ্‌ছি নয় ?

নীলা।—তা কি করে বল্‌বো ঠাকুর মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে একবার সন্ধ্যার পর আমাদের ঘরের দিকে পায়ের ধুলা দিবেন একটু আবশ্যক আছে।

পুরো।—আচ্ছা মা, তোরা ঝিকে পাঠিয়ে দিস্ আমি তার সঙ্গে আস্‌ব এখন।

নীলা।—আমাদের মহলে আপনার প্রাপ্য অনেক বাসন, অন্যান্য দ্রব্য, টাকা ও বস্ত্রাদি বিস্তর আছে, সেইগুলি যে দিন বাটী যাইবেন, লইয়া যাইবেন, যেন ভুলিবেন না।

সন্ধ্যা হইল পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন, তাহার কিছু বিলম্বে নীলাঞ্জনার পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। নীলাঞ্জনা প্রথমে তাঁহাকে পরিতোষরূপে মিষ্টদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সেবন করাইলেন, পরে তাঁহার নাম করিয়া যে সকল দ্রব্যাদি রাখা হইয়াছিল, সেইগুলি একে একে তাঁহাকে দেখাইলেন, যাহা তাঁহার নাম করিয়া রাখা ছিল, তদপেক্ষা আরো ২০।২৫ খানা

বাসন ও টাকা, বস্ত্র যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেশী করিয়া দেখাইয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন যে, অন্যান্য বারে আসিয়া যাহা পাই তাহা অপেক্ষা প্রায় দ্রব্য ছয় গুণ অধিক, আমার কি সৌভাগ্য, দত্তদিগের শ্রীবৃদ্ধি হউক, আর অধিক কি বলিব।

নীলাঞ্জনা, সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখাইয়া বলিলেন, আপনাকে একটী কর্ম্ম করিতে হইবে। শুনিলাম নাকি, আপনার আজ্ঞায় পিতা, সুবোধের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইয়াছেন?

পুরো।—হাঁ, পাঠাইয়াছেন। অদ্য অন্দরে আসিবার পুর্ব্বে।

নীলা।—তা আপনি অনুগ্রহ করিয়া দত্ত ও বসুবাটীর মনোবিবাদটী যাহাতে অবসান হয়, তাহা করিয়া যান, কাহার সহিত কাহার কোন কালে কি হইয়াছিল, তাহা এখনও মনে করিয়া রাখা কি জন্য। যাহার সহিত ছিল, তাহার সহিত ছিল, তাহাতে তাহাদের সন্তান সন্ততির কি? তাহারা কি জন্য বাক্যালাপ করিবে না, কি জন্য একের বাটীতে অন্যে আসিবে না। মহাশয় মিলন অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? মনে করিলে অনায়াসেই করা যায়।

পুরো।—তোমার এ সকল যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি ত, ইহা অপেক্ষা মহৎ কার্য্য আর নাই, আচ্ছা, এ বিষয় কল্য নীলকমলকে বলিয়া, বিস্তর চেষ্টা পাইব ও যাহাতে সে রাজী হয় তাহা করিব।

নীলা।—এই জন্যই ত আপনাকে বলা, আপনি ঠিক কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন, তাহা আমরা জানি।

পুরো।—তোমাদের এই সুমহান্ পরামর্শ সফল হউক। আর অধিক কি বলিব। তবে এখন আমি চলিলাম।

নীলাঞ্জনার এই মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরোহিত মহাশয় তাহার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পর দিবস রাত্রি প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য যথাবিধি সমাপ্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীলকমলবাবুর বৈঠকখানায় গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নীলকমলবাবুও আর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও প্রকৃতরূপে নত হইলেন।

নীল।—ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আজ প্রাতেই এখানে কি মনে করে?

পুরো।—এমন কিছু নয়। বলি তোমরা এই ঘরে এতগুলি লোক ত বসিয়া আছ, আচ্ছা বল দেখি, মনুষ্যের শত্রুর সংখ্যা বেশী ভাল, না মিত্রের সংখ্যা যাহাতে অধিক হয় তাহা ভাল?

সকলে।—শত্রু অপেক্ষা মিত্রের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় আমাদের বিবেচনায় সেইটাই ভাল।

পুরো।—নীলকমল কি বল?

নীল।—আজ্ঞে হাঁ ইহার উত্তর যাহা এই ভদ্রমণ্ডলী দিয়াছেন আমি তাহারই অনুমোদন করি।

পুরো।—তবে বাপ এক কাজ কর। সুবোধকুমার যেমন আসিয়া উপস্থিত হইবে, অমনি তোমাদের পৈতৃক দলাদলি বিস্মৃত হইয়া, উহাদের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার কর। পুরাকালে কাহার আমলে কি হইয়াছে তাহা আজও মনে করিয়া রাখা অকর্ত্তব্য। কেন, হরসুন্দর অতি সুন্দর প্রকৃতির লোক, অতএব বিনা কারণে কেন ইহাদের শত্রুভাবে

দেখিবে, সত্বর ইহাদিগকে মিত্ররূপে পরিণত কর, আর ইহাদের সহিত কুটম্বিতা কর, তাহা হইলে আর কখনও বিবাদের সূচনা হইবে না।

নীল।—আপনার কথা উপেক্ষা করিয়া আমি কোন কর্ম্ম আজিও করি নাই। লোকে কথায় বলে যে গুরু পুরোহিতের বাক্য প্রতিপালন করিলে ফল আছে, অমান্য করিলে পাপ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং যাহা অনুমতি করিলেন, অবনত মস্তকে দাসদ্বারা প্রতিপালিত হইবে জানিবেন।

পুরো।—মনে কেন ভেবে দেখনা বাবা, বয়েস্ হয়েছে, ও গুলো কি ভাল? এ যত চোকে ততই ভাল। এই দেখ না, তুমি কাল সুবোধকে খুজ্‌তে লোক পাঠিয়েছ, বোসেরা শুনে তোমার উপরে ভারী খুসী হয়েছে। আবার যখন শুনিবে বিবাদও মিটেছে, তখন আরও তাদের আহ্লাদ ধর্‌বে না অতএব তুমি কালবিলম্ব না করিয়া যেমন সুবোধ আসিবে অমনি বিবাদ মিটাইবে।

সুবোধকে অন্বেষণ করিতে যে সকল লোক গমন করিয়াছিল, তাহারা আজিও সুবোধের সন্ধান পায় নাই। ইহাদের মধ্যে একজন নেত্রকোণায় আপন মনিবের পুরোহিত বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদিও পুরোহিত মহাশয় এখানে নাই, তথাপি তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের কিছু অসুবিধা হইতেছে না। বিধাতা কাহার প্রতি কখন সদয় ও কখন নির্দ্দয় হন, তাহা বলা যায় না। অদ্য হটাৎ কি জানি কি মনে করিয়া সুবোধকুমার এই পুরোহিত মহাশয়ের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া ডাকিয়া সাড়া

শব্দ না পাইয়া ফিরিতে ছিলেন, এমন সময়ে ঢাকার ভৃত্য বলিল "কেগা মহাশয়?"

সুবো।—আমার নাম সুবোধকুমার বসু, বাটী ঢাকা। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আবশ্যক আছে, অতএব তিনি কোথায় গিয়াছেন, আর কবে আসিবেন, আপনারা বলিতে পারেন? ভৃত্য সুবোধকুমার নাম শ্রবণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সত্যই সুবোধকুমার বটে। দেখিয়া সে অপার আনন্দ লাভ করিল।

ভৃত্য।—সুবোধ বাবু আপনার দণ্ডাজ্ঞা এই পুরোহিত মহাশয়ের দ্বারা রদ হইয়াছে। কর্ত্তাবাবু আপনার অনুসন্ধানে আমি ও আমার মত আর পাঁচ জনকে পাঠাইয়াছেন, তাহারা ইতঃস্তত আপনার অন্বেষণ করিতেছে, এখন এখান থেকে আর অন্য কোথাও যাবেন না। যতদিন পুরোহিত মহাশয় প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, ততদিন আপনি এইখানে অবস্থিতি করুন। এ বাটীর সদৃশ জানিবেন, যখন আপনার কোন অভাব উপস্থিত হইবে, আপনি তাহা আমাকে জানাইলেই আমি তখনই তাহা পুরণ করিব। আর পুরোহিত মহাশয়ও এলেন বলে, যদি আর ২।১দিন বিলম্ব হয়? তিনি এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমরা দুজনে ঢাকায় যাব।

সুবো।—আচ্ছা, তাঁহাকে আসিতে দাও, আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার অনুমতি বা স্বাক্ষরিত পত্র লইব, তবে যাইব, নতুবা বার বৎসর পূর্ণ না হইলে কেবলমাত্র তোমার কথায় নির্ভর করিয়া আমি ফিরিতে পারি না। যদি আমি আদ্যোপান্ত তদন্ত না লইয়া ফিরি, তাহা দত্তবাটীর বাবুরা জানিতে পারিলে

আমার পিতা মাতাকে অতিশয় কষ্ট দিবে। পিতা মাতার ভাল না করিয়া সন্তান হইয়া, তাঁহাদের মন্দ করিতে প্রাণ থাকিতে পারিব না। অগ্রে ভট্টাচার্য মহাশয় আসিয়া আপন মুখে আমাকে যাইতে বলিবেন, তবে রওনা হইব, নতুবা ফিরিব না।

ভৃত্য।—আচ্ছা, আচ্ছা, কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়িব না। তিনি আসিলে আপনি থাকিতে হয় থাকিবেন ও যাইবার মানস করেন যাইবেন তিনিই এই কাণ্ড করিয়াছেন ও আপনাদের বিবাদ অবসানের চেষ্টায় আছেন, বোধ করি কৃতকার্য্য হইবেন, দত্তরা যেখানে রাজী হইয়াছেন, তখন বসুরা যে রাজী হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর দত্তরাই দুরন্ত, কিন্তু বসুরা অতিশয় ভদ্রলোক তাহাদের দত্তরা যাহা বলিতেছেন অবলীলাক্রমে তাহাই সম্পাদিত হইতেছে। তাহা ভাল হউক চাই মন্দ হউক বসুরা সততার পরাকাষ্ঠা; অতএব তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

সুবোধকুমার ভৃত্যকে বলিলেন, আচ্ছা, আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আসিতে দাও। আমি এই নিকটেই এক ভদ্রলোকের আশ্রয়ে আছি। দুই দিন পরে আসিয়া সন্ধান লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব।

ভৃত্য।—সে বাটী এখান হইতে কত দূর?

সুবো।—এক ক্রোশ তফাৎ হইবে। তার জন্য চিন্তা নাই, আমি স্বয়ং আসিব। তোমাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

ভৃত্য।—এ নির্ব্বাসন শুধু আপনার নহে, আপনার কারণে আমাদেরও বাটী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। যদি গরিবদের আরও কষ্ট দিবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আর আপনার চরণ দর্শন পাব না। না মশাই, আমি আর আপনাকে ছাড়্‌চিনি, উপস্থিত ছেড়ে, কে ভবিষ্যতের আশায় প্রত্যাশা করে?

সুবো।—না হে, তোমার কিছু ভয় নাই। আমি নিশ্চয়ই বল্‌চি আমি আস্‌ব। তোমাকে আর কষ্ট পেতে হবে না।

ভৃত্য।—দেখ্‌বেন, যেন ভুল্‌বেন না, আমি আপনাকে জোড় হাত করে বল্‌চি।

সুবো।—আরে কি কর? তুমি আমাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ অত করে জোড় হাত কর্‌তে হবে না!

এই বলিয়া সুবোধকুমার প্রস্থান করিলেন।

অদ্য দিবস-ত্রয় অতীত হইয়াছে, অপরাহ্নে পুরোহিত মহাশয় বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাটী জনস্রোতে গম্‌ গম্‌ করিতেছে। পুরোহিত মহাশয় মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন। ওরে তামাক সেরে, উঠান চণ্ডীমণ্ডপ ভাল করে ঝাঁটা দিয়ে যা। আমি যাওয়া পর্য্যন্ত বুঝি ঝাঁটা পড়েনি? ওরে হরে চট্‌করে আয়্‌ না, যা তোকে বলি শোন্‌। আগে চণ্ডীমণ্ডপে এক ছিলিম্‌ তামাক দিয়ে যা, তারপর এক গাছা ঝাঁটা এনে বার বাড়ীটা আগা গোড়া ঝাঁটা দে। তারপর যা হয় আবার ফরমাস করব। এই সময়ে সুবোধকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া পুরোহিত মহাশয়ের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। পুরোহিত মহাশয় সুবোধকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

পুরো।—বাবা এসেছ, তা বেশ হয়েছে। এইবার তোমাদের গোলমাল সব মিটিয়ে এসেছি। তোমার নির্ব্বাসন দণ্ডের অবসান হইয়াছে। এইবার বাটী ফিরিয়া যাও, আর ভয় নাই। এবার ত এই পর্য্যন্ত করিয়া আসিলাম। ইহার পরে যখন যাইব একেবারে তোমার সহিত চিত্তহারার বিবাহ দিয়া আসিব। ইহার মধ্যে যদি অন্য কোথাও সম্বন্ধ স্থির হয়, তাহা হইলে গোপনে আমাকে একখানি পত্র লিখিবে, আমি তাহার উচিতানুচিত বুঝিয়া যাহা ভাল হয় তাহাই করিব।

সুবোধ এইবার ভৃত্য সঙ্গে নেত্রকোণা হইতে ঢাকা অভিমুখে রওনা হইলেন ও তিন দিবস পথি মধ্যে অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিবসে নওবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নীলকমল বাবু আনন্দিত হইয়া সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন; বলিলেন, বাবা, আগে বাড়ী গিয়ে মা বাপকে দেখা দিয়ে আয়, তারপর আমি সকল কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। সুবোধ নীলকমল বাবুর আজ্ঞায় পিতা মাতাকে দেখিবার জন্য আপন বাটীতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুবোধকুমার নির্ব্বাসিত অবস্থায় এক বৎসর মাত্র বাহিরে অবস্থান করিয়া ছিলেন। এই একবৎসর-কাল চিত্তহারা ও নীলাঞ্জনার পক্ষে যুগ-যুগান্তর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নীলাঞ্জনার মনে যদিও সুবোধ ব্যতীত আর কিছু ভাবিবার ছিল না, কিন্তু চিত্তহারা একেবারে শয্যা ঢালিয়া দিয়াছেন। এতদিন কর্ত্তা ও গৃহিণীর তাদৃশ চাড় ছিল না। এইবার তাঁহারা উভয়ে চিত্তহারার প্রতি তদারক করিতেছেন। কর্ত্তা বলিতেছেন যে, চিত্তহারার এ কি অসুখ হইল; আর কেনই বা এ প্রকার হইতেছে, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না? নীলারও আকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি।

বসন্তকুমারী।—বোধ হয় ইহাদের মধ্যে গুপ্ত প্রণয় প্রবেশ করিয়াছে।

নীল।—যাহা বলিলে তাহার আশ্চর্য্য কিছুই নাই। এখন উপায় কি করা যায়?

বস।—দেখ এক কাজ করিলে হয় না? প্রকারান্তরে

উহাকে বল যে, চিত্তহারা তোমার এ দারুণ পীড়িতাবস্থায় কি করিতে ভাল লাগে বল, আমরা তাহা করিতেছি।

নীল।—আচ্ছা পরিচারিকা বা নীলাঞ্জনা দ্বারা অগ্রে তাহা অবগত হও, পরে যেরূপ হয় তাহার প্রতিবিধান করা যাইবে। একবার নীলিকে ডাকাও ত। নীলাঞ্জনা আসিলেন।

নীলাঞ্জনা।—কাকা মহাশয়! আমাকে ডাকিতেছেন কেন?

নীল।—চিত্তহারার যে কি অভাব, কেন ভাল করিয়া খায় না,—দুর্ব্বল ও শয্যাধরা হইয়া পড়িয়াছে তাহার অনুসন্ধান লইয়া বলিতে পারিস্?

নীলা।—যদি সেই কর্ম্মের উপর কেহ হস্তক্ষেপ না করে, তাহোলে এখনই সব জানিয়া আসিতে পারি। কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দী হইলে চলিবে না। ইহার জন্ত যদি বাটীর বাহিরে গমন করিতে হয়, বা বাহিরের কোন ব্যক্তিকে বাটীর মধ্যে আনিতে হয়, তখন আপনারা যেন কেহ কিছু বলিবেন না। আমি সপ্তাহ মধ্যে ইহার পীড়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দিব, নিশ্চিৎ জানিবেন। নীলাঞ্জনার এতদূর সাহস করিবার কারণ আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র শুনিয়াছিলেন যে সুবোধকুমার খুড়া মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কর্ত্তা ও গৃহিণী এখন বলিলেন তোর যাহা ইচ্ছা তাহা করিস্, তোর উপরে কেহ কোন কথা কহিবে না, আর যদি কার্য্যোদ্ধারের জন্ত কিছু ব্যয় ভূষণ আবশুক হয়, তবে এই ৫০৲ পঞ্চাশটী টাকা আপনার কাছে রাখিয়া দে। টাকা ফুরাইলেই আবার বলিবি আমরা টাকা দিব। নীলকমল বাবু ও

বসন্তকুমারী কন্যামহল হইতে অন্দরের নিজ অংশে গমন করিলেন।

নীলাঞ্জনা পর দিবস অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং পদব্রজে বোসেদের বাটীতে গমন পূর্ব্বক সুবোধকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। এক্ষণে বিবাদ মিটিয়াছে বটে, কিন্তু অনেকে ইহা জানে না, কারণ ইহা অল্পদিনমাত্র সংঘটিত হইয়াছে। এখন সুবোধের আর দত্তবাটী গিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কোনও প্রতিবন্ধক নাই। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া যথা সময়ে দত্তবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে নীলাঞ্জনা সাতিশয় আনন্দ সহকারে চিত্তহারার গৃহে লইয়া গমন করিলেন, চিত্তহারাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, চিত্তহারা উঠিয়া বসিলেন, নীলা বলিলেন, "দেখ্ তোর বিছানার পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে, দেখ্। গায়ে মাথায় কাপড় দে। চিত্তহারা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দ প্রবাহ উথলিয়া উঠিয়াছে, আর ধৈর্য্য ধারণে অসমর্থা হইয়া একেবারে সুবোধের পদতলে নিপতিত হইয়া জ্ঞান হারাইলেন। সুবোধ প্রথমে মুখে জল সিঞ্চন ও পরে তালবৃন্ত লইয়া স্বহস্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি তাঁহার হস্তের ব্যজনে চিত্তহারা আর কতক্ষণ অজ্ঞান থাকিবেন? তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়তম! তুমি কোথায়? একবার কাছে এস, আমি ভাল করে দেখি। সুবোধ এইবার চিত্তহারার এক পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করিলেন। প্রিয়ে!

এই আমি তোমার নিকটেই আছি, একবার দেখ, আর দশবার দেখ, আমি তোমার যে প্রকারে পূর্ব্বে ছিলাম, এখনও তাহাই আছি, কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই ; তবে দারুণ বিরহে যে প্রকার কষ্ট হইয়াছিল এক্ষণে এই মিলনে তদপেক্ষা সহস্রগুণে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। দেখ যদি একত্র থাকিতাম তাহা হইলে এই কষ্টই বা কোথা হইতে আসিত, আর এই আনন্দই বা কেমন করিয়া উপভোগ করিতাম।

চিত্ত।—আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে শোব, আমার মাথার কাছে এস। সুবোধ চিত্তহারার মস্তক লইয়া আপন অঙ্কেতে স্থাপন করিলেন। এইবার বলিলেন, আঃ, এতদিনে আমার শরীর জুড়াইল, আর আমার অসুখ কি, এইবার আমি উঠিয়া বসিতে পারিব। নীলাঞ্জনা বাহির হইতে এই সকল উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন ও অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

এক্ষণে আহার প্রস্তুত হইয়াছে. নীলাঞ্জনা স্বহস্তে সমস্ত পাক করিয়াছেন ও সাজাইয়া গোছ করিয়া চিত্তহারার গৃহ মধ্যে অন্নের থালা সমেত প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দ্রব্যাদি আনা হইলে পর সুবোধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কৈ তুমি এখনও আহারে উপবেশন কর নাই ?

সুবো।—কেমন করিয়া বসিব, কাহার ভাত, আপনি ত কিছু বলিয়া যান নি ?

নীলা।—আবার ঠাট্টা, বলি, মহাশয় চিরকাল যেমন করে ডেকে এসেছো এখনও তাই বলে ডাকবে। ভাত যে জুড়িয়ে যায়, বস না।

সুবো।—কেমন করে বস্‌বো আমি জোড়া আছি।

নীলা।—ওঃ! আচ্ছা, ওকে ডাক, তা হলেই উঠবে এখন, তার পর তুমি এস।

সুবো।—কেমন করে ডাক্‌ব, ইনি যে ভারি ঘুমুচ্চেন।

নীলা।—ঘুমুলে কি হবে, ভাতগুলো যে জুড়িয়ে যায়? ওঃ চিত্তহারা ওঠ, এখন সুবোধ ভাত খাবে।

বাস্তবিক চিত্তহারা উঠিয়া বসিয়াছেন।

সুবোধ এইবার আহারে বসিলেন ও একে একে সকল দ্রব্যের কিয়ৎ-পরিমাণে আস্বাদন লইয়া নির্ম্মাতা নীলাঞ্জনার নির্ম্মাণ পরিপাট্যের বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, এই সকল যে প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছে, সে প্রণালী অতি সুন্দর। এইবার আমাদের বাটীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তোমাকে লইয়া যাইব, তুমি গিয়া এ প্রণালী সমূহ সকলকে দেখাইয়া দিবে। আমার মনে ধারণা ছিল যে, যাহারা স্বহস্তে পাকাদি করে না, রাধুনীর হাতের রান্না খায়, তাহারা ভাল রাঁধিতে পারে না, কিন্তু তোমার রন্ধন-রচনা-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া আমার সে ধারণা এতদিনে দূর হইল।

নীলা।—বলি, অত ঠাট্টা কেন? তাড়াতাড়ি হইয়াছে, সেই জন্য ভাল হয় নাই তা কি কর্‌ব, আর একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইব। আর ২।৪ দিন যাক্‌, আগে চিত্তহারা নিক্ষুত হয়ে সেরে যাক্‌, তার পরে সে; এখন নয়। চিত্তহারা উঠিয়া বসিয়া সুবোধের আহার করা দেখিতেছিলেন। তাঁহার অসুখ এক দিনেই বার আনা আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। আর ২।১ দিনের মধ্যে সমস্ত রোগ সম্পূর্ণ আরাম হইবে তাহাতে আর ভুল

নাই। আহারান্তে সুবোধ আবার চিত্তহারার কাছে আসিয়া বসিলেন, ও ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রামের জন্য তাঁহার পার্শ্বে শায়িত হইলেন। চিত্তহারা এইবার স্বর্গ হইতেও অধিকতর আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার এই পীড়া যাহার অভাবে হইয়াছিল, সেই অন্তরের অন্তরতম ধন সুবোধকুমার তাঁহার পার্শ্বে শায়িত, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে।

সুবোধকুমার চিত্তহারার গৃহে ক্ষণকালমাত্র বিশ্রাম করিয়া বাটী আসিবার উপক্রম করিতেছেন। চিত্তহারা কোনক্রমেই সুবোধকে ছাড়িতেছেন না, কেবল বলিতেছেন, আর একটু অপেক্ষা কর, আমি অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, একবার ভাল করিয়া তোমার আপাদ মস্তক দেখি।

সুবো।—সে কি এতক্ষণ ধরিয়া দেখিলে আবার কি ?

চিত্ত।—না আমার দর্শন লালসার এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুচারুরূপে পরিতৃপ্তি না হইবে, ততক্ষণ তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না, আর যদি একান্ত যাও তবে অগ্রে আমার প্রাণ স্বহস্তে বধ কর, পরে যথা ইচ্ছা গমন কর, তখন আর তোমাকে কেহ বাধা দিবে না।

সুবোধ চিত্তহারাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, ইতঃস্তত করিতেছেন, এমন সময়ে নীলাঞ্জনা আহারাদি সমাপ্ত করিয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে চিত্তহারার গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কবাট করতাড়িত করিলেন ও ভিতর দিক হইতে রুদ্ধ দেখিয়া চিত্তহারাকে ডাকিতে লাগিলেন। সুবোধ তাহাতে উঠিয়া দ্বার

খুলিয়া দিলেন নীলাঙ্গনা প্রবেশ করিলেন ও সুবোধকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বলিলেন, সুবোধ তুমি অমন করে বসে আছ কেন? বাড়ী যাচ্ছ নাকি?

সুবো।—হাঁ অনেকক্ষণ এসেছি, কি জানি, যদি বাবা কি মা খোঁজেন, সেই জন্যে।

নীলা।—কেন, সুবোধ তুমি ত এখন আর দুগ্ধপোষ্য বালক নহ যে, দণ্ডে দণ্ডে পিতা-মাতা তল্লাস করিবেন।

সুবো।—সে কথা সত্য, তবুও সাবধান হয়ে চল্‌তে হয়। আমার বাপ-মা যে কাজে কষ্ট পান, আমি এমন কাজ কর্‌তে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, তবে সময়ে সময়ে বিধাতার বিপাকে ঘটিয়া উঠে, তাই যা বল। আজকে তোমরা আমার অনুগ্রহ করে বিদায় দাও। দেখ আমি ভয়ে যেতে পাচ্ছিনে, পাছে চিত্তহারার অসুখ আবার বাড়ে।

নীলা।—চিত্তহারার পীড়া উপশমের ঔষধ তোমার হাতে সুতরাং সওয়ায় তুমি অন্যের সাধ্য নাই যে তাহা আরোগ্য করে। ইহা ডাক্তার-কবিরাজের অসাধ্য, তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ।

সুবো।—বুঝতে তো পেরেছি। তা এখন তোমরা কি কর্ত্তে বল?

নীলা।—আপাততঃ ত তোমার উপযুক্ত কাজ কিছুই দেখ্‌তে পাই না, তবে এক কাজ কর আমাদের খিড়কীতে খানিকটা পতিত জমী আছে, সেইটে যদি একবার কুদ্‌লে দাও। আর কিছু কাজ নেই।

সুবো।—সুধু জল ধর্‌লে ত হবে না, একজন যোগাড়ে ত

চাই, তবে চল, তুমি যোগাড়ে হবে এখন, আর আমি কোদাল পাড়্ব এর আর কি? সবই হয়েছে আর ওটাই বা বাকী থাকে কেন? তবে নাও ওঠ, চল, কোমর বাঁধ আর কি?

নীল।—তাই ত, তুমি যে বড় বাক্ চাতুরে হয়েছ দেখছি, আগে যে মুখে বুলিটী অবধি ছিল না।

সুবো।—সাধে কি হইছি তোমরাই করে তুলেছ। আর কি অনেক হয়েছে এখন যেতে পারি ত।

নীলা।—যাবে যাও আবার কবে আস্‌বে?

সুবো।—দেখ নীলাঞ্জনা তুমি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী, অতএব বেশ বুঝিতে পার যে, এ প্রকারে যাতায়াত করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যা হয় একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাক্ তারপর ক্রমাগত যাতায়াত করব। এতে কেউ কিছু বলতে পার্‌বে না। না হলে, এ রকম করে যেতে আস্‌তে গেলে আবার আগেকার মত হবে। কাজ কি ভাই, সাবধানের বিনাশ নাই। আর ৮।১০ দিন অন্তর দরকার হলে, ডেক, আস্‌ব। আগে চারহাত এক হয়ে যাক্ না, তারপর এত যাব আস্‌ব যে, তোমরা শেষে বিরক্ত হবে।

নীল। -দূর, পাগল আর কি? অমৃত খেতে কি অরুচি কখনও হয়, যদি বিষ মিশ্রিত না হয়। তবে ও কথা বলছ কেন? আচ্ছা আমি যাতে বিবাহটা সত্বর হয়, তারি আগে চেষ্টা করছি, তার পর যা হয় হবে। আজ্ দাঁড়াও পুরোহিত মহাশয়কে সকল কথা খুলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া নেত্রকোণায় একখানি পত্র পাঠাইতেছি। তিনি আসিলেই এই শুভকার্য্য সম্পাদন হইবে জানিও।

সুবো।—তাই কর, তার পর যদি নিমন্ত্রণ করিলে না আসি তবে সে দোষ আমার জানিব। নতুবা এ অবস্থায় কেমন করে কি হয় বল? তবে আজ আসি?

ন লা।—তবে একান্ত যাবে, যাও, কিন্তু দেখ যেন একেবারে ভুলে থেক না; চিত্রহারার তুমিই জীবনকাটী, মরণকাটী।

এইবার সুবোধ সজল নয়নে উভয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাটী আসিলেন। নীলাঞ্জনা মসীপাত্র ও লেখনি লইয়া পুরোহিত মহাশয়কে পত্র লিখিতে বসিলেন।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

যথাবিহিত প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং—

মহাশয়ের এবাটী হইতে গমনাবধি এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ অদ্যাবধি আইসে নাই। সম্প্রতি সুবোধকুমার ফিরিয়াছেন, তাহা আপনি অবগত আছেন। চিত্রহারার পীড়া সুবোধের আগমনের পর হইতে কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, বোধ করি আর দুই একদিনের মধ্যে সে পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইবে। আপনি এই উপযুক্ত অবসরে এ বাটীতে পদার্পণ করিয়া যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুবোধের সহিত চিত্রহারার শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। আর যদি তাহা না হইয়া অন্য প্রকার হয়, তবে তাহার জীবন সংশয় জানিবেন। অধিক লিপি বাহুল্য। আপনার বিবেচনায় যাহা সৎ হয়, তাহাই করিবেন, শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

প্রণাম পত্র

শ্রীমতি নীলাঞ্জনা।

পত্র সমাপ্ত করিয়া ১০৲ দশ টাকা যাহা খরচ দিয়া নীলা-ম্বমা অনৈক লোককে নেত্রকোণায় পাঠাইলেন। সে দশ টাকা হাতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রাণপণ গতিকে তিন দিবসের স্থানে দুইদিন বাদে নিরূপিত স্থানে নির্দ্ধারিত ব্যক্তির নিকট আসিয়া পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পুরোহিতের মনে অতিশয় আনন্দ হইলে তিনি লোককে বলিলেন, "তুই আজ থাক্, কাল সকাল বেলা তোতে আমাতে দুজনে এক সঙ্গে ঢাকায় যাব। তুইও রাত্রিতে জীরেন পাবি, আর আমার সঙ্গে গেলে তোর এক পা হাঁটিতে হবে না। লোক যে আজ্ঞা বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (পুরোহিত মহাশয়) বিবাহের সমস্ত পুস্তক ও উপকরণ যাহা পুরোহিতোচিত,—সেই সঙ্গে দ্রব্যাদি লইয়া পর দিবস প্রত্যুষে এই নবাগত ব্যক্তি ও স্বীয় একজন ভৃত্য লইয়া শকটারোহণে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা যথা সময়ে মনোনীত স্থানে পৌঁছিলেন। নীলকমল বাবু ঐ সময়ে বহির্ব্বাটীর ছাদে পায়চারী করিতেছিলেন, হটাৎ পুরোহিত মহাশয়ের আগমন দৃষ্টে, উপর হইতে, আসিতে আজ্ঞা হউক বলিয়া করযোড় করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জয়স্তু বলিয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুরোহিত মহাশয় আপন দ্রব্যাদি ভৃত্যদের উপরে আনিতে অনুমতি করিয়া আপনি ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন। নীলকমল বাবুর সম্মুখীন হইলেন। তিনি ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন ও উভয়ে, উভয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে ভট্টাচার্য্য

মহাশয় আপনার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক রাখিয়া যেখানে নীলকমল বাবু বেড়াইতে ছিলেন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও একখানি জল-চৌকীর উপরে উপবেশন করিলেন, দুইজন চাকর আসিয়া তথায় মোতায়েন রহিল, একজন গামছা হস্তে ও অপর জন্ গাড়ু হস্তে। দ্বিতীয় ব্যক্তি পায়ে জল ঢালিয়া দিল ও প্রথম জন উত্তমরূপে পা দুখানি মুছাইয়া দিল।

নীল।—একি স্নানাহ্নিক শেষ হইবার মত দেখ্‌ছি যে?

ভট্টা।—হাঁ, আসিবার সময় একেবারে বোসেদের সদরের পুষ্করিণীতে স্নানাহ্নিক অদ্যকার মত সমাপ্ত হইয়াছে। একেবারে সেরে এলুম, আবার কে কেঠা রাখে। কাজ সারাই ভাল, রাখা কিছু নয়। দেখ ভাল কাজ, যত এগোয় ততই ভাল, আর মন্দ কাজ যত গোড় খায় ততই ভাল ইহা মহাজন দিগের উক্তি, আর মহাজনেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন আমাদেরও তাহার অনুকরণ করা উচিত। এখন চিত্তহারা কেমন আছে বল দেখি?

নীল।—আজ্ঞা, আপনার আশীর্ব্বাদে আজ কাল ত একটু ভাল দেখ্‌ছি।

পুরো।—বলি ও সব থাক্, এখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়েটী বড় হয়ে উঠলো সেটা ত নজর আছে।

নীল।—হাঁ ভাল কথা এটা আমার মনে এতদিন বড় ভরাস্তর হয় নি। যা হোক্ যখন এসেছেন একেবারে চিত্তহারার বিবাহ দেখে বাড়ী যাবেন। যতদিন না এ শুভ কর্ম্মের সমাধা হয় ততদিন অবস্থিতি করুন। থাবার থাকন-

রিকের সময়ে ফাঁকি দিয়াছেন এবার আর বড় শীঘ্র ছাড়িব না।

পুরো।—আচ্ছা, ভাল ছেলে কার নিকটে কাদের বাড়ী আছে?

নীল।—কাছের গোড়ায় ত একটীও দেখতে পাই না। এক দেদের বাড়ীতে একটী ছেলে আছে তা সেটী যে খুব ভাল ছেলে তা নয়। সেও বড় কম দূর নয় সেই সে রাজগঞ্জত এখান থেকে একরাজ্য ব্যাপ্যরে মনে হলে জ্ঞান থাকে না আমার মতে আদরের একটি মেয়ে অত দূরে যে তার আমি বিবাহ দিব তা প্রাণ থাকতে পারব না আর বাড়ার মেয়েদেরও বোধ হয় মত হবে না?

পুরো।—আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? বোসেদের সুবোধের সঙ্গে দিলে হয় না?

নীল।—সর্ব্বাংশে মনোনীত পাত্র বটে কিন্তু উহারা কুল ভাঙ্গিয়া বিবাহ দিবে কেন?

পুরো।—আরে হরসুন্দরের প্রথম পক্ষের বড় ছেলের যে কুল ক্রিয়া হয়ে গেছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সে আমাদের নেত্রকোণার মিত্র বাটীর জামাই হইয়াছে। তাহার নাম অজয়কুমার। দুইটী ভাই এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ।

নীল।—সুবোধের সহিত চিত্তহারার বিবাহ আমার সম্পূর্ণ মত আছে ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন তবে আমার মতে কি হইবে? সর্ব্ব প্রথমে হরসুন্দর বাবুর মত আবশ্যক করে তৎপরে আমার, দেখুন উহাদের মত হইলেই হইল।

পুরো।—তোমার কোন কথা কহিবার আবশ্যক করে না। আমি হরসুন্দরকে আমার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হরসুন্দর বাবুকে ডাকিতে একজন ভৃত্য গমন করিল। হরসুন্দর যে অবস্থাতে ছিলেন সেই অবস্থাতেই আসিলেন।

নীল।—কেমন আছেন মশায় ?

হর।—আজ্ঞা ভাল আছি।

হরসুন্দর নীলকমল বাবুর প্রশ্নের উপরোক্ত উত্তর দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশ্রাম গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া উপবেশন করিলেন।

ভট্টা।—হরসুন্দর ! শারীরিক ভাল আছ ত।

হর।—আজ্ঞা হাঁ, এ ভাল করিবার আপনিই মূলীভূত কারণ। নতুবা একেবারে জন্মের মত গিয়াছিলাম। গৃহিণী ত অৰ্দ্ধ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছিলেন এখন সুবোধকে পাইয়া আমাদের সকল দিক রক্ষা হইয়া গিয়াছে নতুবা দ্বাদশ বৎসর নির্ব্বাসনে থাকিলে বাটীর সকলে তাহার অভাবে মরিয়া যাইত। আপনার এ অপার দয়া আমি কখনও এ জীবনে ভুলিব না, আপনি ব্রাহ্মণ সুতরাং আমাদের হইতে মহৎ ও উচ্চ আপনার ক্রিয়াকলাপ উক্ত প্রকার নতুবা ব্রাহ্মণ বিস্তর আছেন কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য সমূহ মনে করিলে মন দুঃখে দ্রবীভূত হয়। ইতরের ঘরে মনের অবস্থা কুৎসিত হইলে লোকে তাহাকে দোষ দেয় না। কিন্তু সৎ বংশের পক্ষে ইহা অতিশয় ঘৃণা জনক। আপনি আমাদের বংশাবলীর যে বিবাদ এতদিন মটে নাই যাহা সাত পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল ও

কেহই মিটাইতে পারেন নাই, অনেকে বারম্বার চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বিবাদ যখন নীলকমল বাবুকে বলিয়া এক কথায় সব শেষ করিয়াছেন তখন আপনি যে আমাদের কি উপকার করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। মহাশয় অকারণ মারামারি, গালাগালি, বিবাদ বিসংবাদ আর অসহ্য হইয়া উঠিয়া ছিল এখন সকলই অবসান হইয়াছে, আর যে আমি সেই আমিই এখনও নীলকমল বাবুও সেইই আছেন আর অপরাপর ব্যক্তিরা তাহাই আছে সেইও সকলেই আছে তবে আগে বা কি রকম অবস্থায় ছিল আর এখনই বা কি প্রকার অবস্থাতে আছে তাহাই দেখা উচিত। এখন রাজ্য মধ্যে শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, আর প্রজাদের মনে সুখসচ্ছন্দ দিবা রাত্র বিরাজমান, এই দৃশ্য সমূহ দেখিতে ভাল শুনিতে ভাল ও লোকের নিকট কীর্ত্তন করিতে ভাল। আপনি আমার শিরোচিত কর্ম্ম করিয়াছেন। আমি আপনার এ ঋণ জন্ম জন্মান্তরেও শুধিতে পারিব না।

পুরো।—দেখ হরসুন্দর! এক কাজ কর, ভাল দিন দেখে, তোমার সুবোধের সঙ্গে নীলকমলের চিত্রহারার বিবাহ দিয়ে ফেল। এতে বর কন্যা কিছু আর দেখতে হবে না। এখন শুধু তোমার, তোমার স্ত্রীর, নীলকমল ও তার স্ত্রী এই কটির মত হলেই হয়। আমি এখান থেকেই বোলছি যে আপনি যাহা বলিবেন আমার বা আমার স্ত্রীর তাহাতে কোন অংশে অমত নাই। ইহাতে যদি কন্যাকর্ত্তার মত থাকে তাহা হইলে আপনি পাঁজী দেখিয়া দিন ও লগ্ন স্থির করিয়া দিন। আজ্ঞা।

বিবাহের উদ্যোগ করিগে। নীলকমল বাবুর ইহাতে সম্মতি আছে ত?

গুরো।—নীলকমল কি আমার মতের উপর কথা কহিতে পারে? আমি আগে উহার মত লইয়া পরে তোমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি।

হর।—আমার সম্পূর্ণ মত, চাই কি বলেন যদি অদ্যই বিবাহ দিতে প্রস্তুত।

গুরো।—না শুভকার্য্য ভাল দিন দেখিয়া করিতে হইবে। তোমাদের মত হইয়াছে তাহা হইলেই হইল আর অধিক অপেক্ষা করে না। দিন আমি অদ্যই দেখিয়া দিতেছি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিন দেখিতে দেখিতে এক সুন্দর দিন ও লগ্ন বাহির করিয়া বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার হস্তে পাঁজীখানি দিলেন। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই। আপনি আমাদিগকে যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া অবনত মস্তকে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। ইহা আপনি মনের মধ্যে স্থির নিশ্চয় ভাবিয়া রাখুন। এমন কি তাহা অন্যায় হইলেও করিব। এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইয়া বর্ত্তমান সকলে প্রস্থান করিলেন। হরসুন্দর নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।
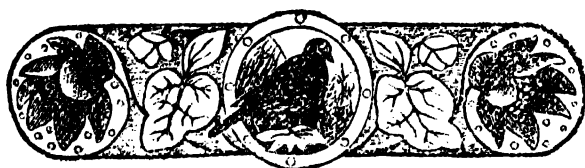
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুবোধকুমার ও চিত্তহারার বিবাহ বিষয়ে যখন উভয় পক্ষীয় কর্ত্তাদিগের মত হইল, তখন ঢাকাবাসীদিগের আনন্দ প্রবাহ উথলিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল কর্ম্ম যতদূর উত্তম হইবার হইবে। পিতৃপিতামহাদি হইতে যে মনোবিবাদ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছিল তাহারও শেষ হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে আহা ছেলেটি যেন কার্ত্তিক, রূপে গুণে অলঙ্কৃত, এমন ছেলে এখনকার কালে দেখিতে পাওয়া যায় না। দুটী ভাই কি সমান, বড়টী, এটী তার চেয়ে আরও ভাল। আমাদের কর্ত্তার বরাত জোর তাই এমন সুন্দর জামাই হবে হাজার খরচ পত্র কর তবু এমন ছেলে সহজে পাওয়া দায়। কেহ কেহ বলিতে লাগিল আরে ভাই কাছে নেকটে হলো ভাল। ধাপধাড়া গুপীনাথপুরের মতন আর চিড়ে মুড়কী কোচড়ে বেঁধে বাড়ী থেকে বেরুতে হবে না। অবিশ্যি পেরথেমে যখন তত্ত্ব তাবাস করবে মেলা লোকের দরকার হবে কাজে কাজেই আমাদের ঠেলবেই ঠেলবে।

তা দাদা এক রকম বাঁচা গেছে। সাত রাত্তির পার হয়ে জলাঘেটে গিয়ে মর্‌তে হবে না।

অদ্য বিবাহের দিন বর সুবোধকুমার সময়োচিত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া চতুর্দ্দোলে দত্তবাটীতে আসিতেছেন। আলোকে ও লোকে রাস্তা চারিদিক আলোকিত ও পরিপূর্ণ। এমন কি একজনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া যষ্টি নিক্ষেপ করিলে দশজনের মস্তকে লাগে, গায়ে গায়ে মানুষ, ঐকতান বাদন সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে ও বাজাইতে বাজাইতে বরের অগ্রে গমন করিতেছে। শানাইয়ের সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎকৃত হইতেছে। বর ক্রমশ দত্তদিগের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, পরে কৌলিক রীতি অনুসারে উভয়ের চারিহস্ত একত্রে সম্মিলিত হইল। শুভদৃষ্টির সময়ে যখন নাপিত আসিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া উভয়কে শুভদৃষ্টি করিতে বলিলেন, সেই সময়ে সুবোধকুমার মৃদু মন্দ আস্যে হাস্য করিয়াছিলেন, তাহা সকলে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু নীলাঞ্জনা সেইটী উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিবাহ সমাধা হইয়া বরকন্যাকে বাসর ঘরে আনিবার জন্য সকলে নীলাঞ্জনাকে অনুরোধ করিলেন, নীলাঞ্জনা অগত্যা পাঁচ জনের খাতির, খাতিরে না আনিয়া কেমন করিয়া বা নিশ্চিন্ত থাকেন? এতদিন চিত্তহারার জন্য নীলাঞ্জনা অতদূর করিয়াছিলেন এই বার তাঁহার গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তিনি এতদিন মনকে অনেক প্রকারে প্রবোধ মানাইয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু আর কোনক্রমে প্রবোধ মানাইতে পারেন না কারণ অদ্যই সমস্ত চুকিল। কি আশ্চর্য্য সংসারের গতিক কেহ সহজে বুঝিতে

পারে না। যে চিত্তহারার জন্য নীলা আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, কিসে বাঁচিবে, কেমন করিয়া সুবোধের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে, কিসে সুখী হইবে, তাঁহার কি ভাল লাগে, ইত্যাদি করিয়া বেড়াইত, সেই চিত্তহারা এখন তাঁহার অন্তরে বিষের বাতি জ্বালিয়া দিয়াছে; তাঁহার মনের অভ্যন্তরে এক প্রান্ত হইতে পর প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে তাহা কে জানে আর কে বা দেখিবে? তবে চিত্তহারা ইহার পূর্ব্বে যে সময়ে তাহারা বড়বাড়ী যাতায়াত করিতেন ও সুবোধ এখানে আসিতেন সেই আকার ইঙ্গিত ও কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছিলেন যে ইহাদের মধ্যে প্রণয় কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে। যাহা হউক একণে নীলা বয়োজ্যেষ্ঠাদিগের অনুমতি উপেক্ষা না করিয়া সুবোধকে বাসর ঘরে আনিবার জন্য গমন করিলেন।

পাঠক মহাশয় ঐ দেখুন সুবোধের হস্ত ধরিয়া নীলা বাসর ঘরে আসিতেছেন। সুবোধকে নীলা বলিতেছেন, এমন ভাবে ধীরে ধীরে বলিতেছেন যাহাতে অপরে শুনিতে না পায়।

নীলা।—সুবোধ কুমার আমার যে আশালতাকে নিরাশ হইয়াও প্রেমবিন্দু জল সিঞ্চনে এতদিন ধরিয়া জীবিত রাখিয়াছিলাম, সে প্রবোধ সমুদ্র মধ্যে কোথা হইতে এক বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূম উত্থিত হইয়া সমস্ত জলরাশি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তথায় আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আর বিন্দু মাত্রও জল নাই। সুতরাং সেই নিরাশ্রয় লতাও জলাভাবে সমূলে শুকাইয়া গেল। আমি অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু অভিমানিনী লতা সমুদ্রের উপরে অভিমান

করিয়া অনাহারে মরিয়া গেল। সুবোধকুমার আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে আমার এই ক্রিয়া কলাপ সমূহে ঘোরতর স্বার্থপরতা আছে তাহা পরে বুঝিতে পারিবে। এখন তাহা তোমাকে বুঝাইবার উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। এতদিন যে আমি এরূপ করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা কেবল মাত্র তোমাকে দেখিবার জন্য, চিত্রহারাকে তুমি দেখিবার পর মুহূর্ত্ত হইতে আমি উত্তমরূপে জানিলাম যে তুমি কোন ক্রমেই আর আমার হইবে না, কিন্তু তোমাকে চোখে দেখিলেও ভাল থাকিতাম এই জন্য তোমাকে নিজ বাটীতে আনিতাম বা সময়ে সময়ে তোমাদের বাটীতে যাইতাম। এস্থলে সুবোধ যদি জিজ্ঞাসা কর কেন? এরূপ করাতে তোমার কি লভ্য হইত? ইহার প্রকৃত উত্তর আমি দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তবে যে জন প্রেমের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি বলিতে পারেন। তবে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি তোমাকে দেখিলেও আমি ভাল থাকিতাম। এইবার লীলা কাঁদিতে লাগিলেন, সুবোধেরও কোমল প্রাণে অতিশয় ব্যথা লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে কি আশ্চর্য্য, যাহার জন্য প্রকৃত পক্ষে আমি চিত্রহারাকে প্রাপ্ত হইলাম; যাহার দূরদর্শিতা বলে আমি বিবাহের পূর্ব্বেও চিত্রহারার দর্শন পাইয়াছি। যে আমা ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জানে না। আমি সামান্য মাত্র অকিঞ্চিৎকর রিপুর দাস হইয়া সেই লীলাঙ্গনাকে পরিত্যাগ করিতেছি, আমি না মনুষ্য বলিয়া জন সমাজে পরিচয় দিয়া থাকি? সুবোধের চক্ষু দিয়া এইবার দরদরিত ধারা বিগলিত হইতেছে। লীলাঙ্গনা তাহা

দেখিতে পাইয়া আপন বসনের প্রান্তভাগ দিয়া তাহা মুছাইতে লাগিলেন। দৈবক্রমে ঐ ঘটনার কিয়দংশ চিত্রহারার মাতা বসন্তকুমারী দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি রাগতঃ স্বরে বলিয়া উঠিলেন যে জামাইকে নিয়ে বাসরে যানা, এখানে দুজনে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস ?

নীলা।—না মা! আমি কিছুই করি নাই আসিতে আসিতে ইহার চোখে কি পড়েছে তাই আমাকে বলাতে আমি কাপরের থুপি করিয়া হাই দিতেছি, এখন আরাম হইয়াছে এইবার যাইতেছি। উভয়ে বাসর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। দুই একজন বৃদ্ধা ঠান্‌দিদি বলিয়া উঠিলেন হাঁর্যা নীলি! এত দেরী ক্যান লা ?

নীলা।—কি করবো পথে আসতে আসতে আবার ওঁর চোকে কি পড়লো তাই জন্যে একটু দেরী হয়েছে। তা তাতে আর হয়েছে কি ? এইবার যত পার নাত্‌জামাই নিয়ে ভোগ কর। কারুকে ভাগ দিতে হবেনা। নীলপ্রভা এখন আর যেন সেনয় সে সমস্ত অভ্যন্তরে রাখিয়া বাহ্যিক ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতেছেন। নীল প্রভার এক একটী কথা একটি কর্ম্ম ও যে সমূহ তিনি কাহারও আদেশে হউক বা স্বইচ্ছায় করিতেছেন, তাহাতে কাহার সাধ্য আছে জানিতে পারে যে নীলার হৃদয় ক্ষেত্র মধ্যে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে তোল পাড় করিতেছে তিনি প্রশান্তমহাসাগর সদৃশ অনড় ও অটল ভাবে স্থির হইয়া রহিয়াছেন ও যে যাহা বলিতেছে, নিমিষ মধ্যে তাহা সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার ভিতরে এই কাণ্ড ও বাহিরে কর্ম্ম সকলের উপর লক্ষ্য দেখিয়া সুবোধ অবাক্ হইয়া গেলেন।

এখন সুবোধ মনে মনে ভাবিতেছেন, নীলা? তোমার একান্ত ইচ্ছা তুমি আমাকে বিবাহ কর আমারও প্রথমে ইচ্ছা হইয়াছিল বটে কিন্তু তোমার ভগ্নির সামান্য মাত্র রূপের বশে বশীভূত হইয়া তোমাকে অন্তর হইতে অন্তর করিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি যাহা করিয়াছি সম্পূর্ণ অন্যায় ও তোমার প্রতি ঘোরতর নৃশংসাচরণ করিয়াছি। এখন যাহা হইয়াছে তাহা ত আর ফিরিবার নহে নতুবা অভাব পক্ষে চেষ্টাও দেখা যাইত। তোমার ভগ্নী না হয় সৎগুণশালিনী হইলেন তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না কারণ অগ্রে তুমি পরে তোমার ভগ্নি। যাহা হউক যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়া তোমাকেও গ্রহণ করিতে পারি তাহারও বিশেষ চেষ্টা পাইব না হয় নাচার। আমার পক্ষে ত এই নাচার পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত কিন্তু তোমার কি হইবে? তোমার যে কি হইবে তাহা জানি না। কারণ তোমার ধ্যান, জ্ঞান, জীবন, যৌবন, মান, অপমান, সবই সুবোধ, আহা সে কথা মনে করিতে গেলে এখনও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে সময়ে তুমি বংশাবলীর আবহমান কালের চিরবিরোধ ভুলিয়া অপমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া লাজ লজ্জার মাথা খাইয়া কেবলমাত্র আমাকে দেখিবার জন্য আমাদের বাটীতে আসিতে। নীলাঞ্জনা সেই এক সময় আর এই এক সময়। সুবোধ ক্রমাগত লক্ষ্য করিতেছেন যে এই এত বড় সমারোহ, ইহাতে তুমি একাকী যেন এক সহস্র হইয়া কার্য্য করিতেছ তোমার উপরে যাঁহারা তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন তাঁহারা নামে মাত্র, সকল কার্য্যই ত তুমি করিতেছ দেখিতেছি। কর্ম্ম সকলও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হই-

তেছে। মনের এত ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও কর্ম্ম সকল এই প্রকার, ভাল অবস্থায় মন থাকিলে না জানি আরও কত সুবন্দোবস্ত করিতে তাহা বলিতে পারি না।

বাসরের ঘড়ী রাত্রি দশ ঘটিকার পরিচয় দিল। এক্ষণে পুরুষেরা সকলে অদ্যকার রাত্রির জন্য বাটীর ভিতরে না থাকিয়া শয়ন ও বিশ্রাম লাভাশায় বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। বাসর ঘরে স্ত্রীলোকেরা এই উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া গান গাহিবার জন্য সুবোধকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সুবোধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলাঞ্জনার ইঙ্গিতে তিনি রাজী হইয়া গান আরম্ভ করিলেন।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল কাওয়ালি।

আমি যারে অন্তরে বাসি।
না হেরে নয়নে তারে সখীরে হব উদাসী॥
কে জানে এমন হবে, কেঁদে কেঁদে দিন যাবে,
এ জ্বালা সহিতে হবে, বিনা সে প্রাণ প্রেয়সী॥
এ বিচ্ছেদ পারাবার, পার কি হবনা আর,
অবিরল অশ্রুধার, ঝরিতেছে দিবানিশ॥

সুবোধকুমারের সঙ্গীত শেষ হইলে, তিনি আবার নীলাঞ্জনার ইঙ্গিতে, তাঁহার অব্যবহিত পার্শ্বে এক রমণী বসিয়াছিলেন তাঁহাকে গান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, রমণী ক্রমাগত অস্বীকার করিতে লাগিলেন সুবোধও ক্রমাগত জিদ্

করিতে লাগিলেন অবশেষে কোনক্রমে অব্যাহতি না পাইয়া রমণীগণ গান আরম্ভ করিলেন।

রাগিণী দেশ মল্লার, তাল কাওয়ালি।

রমণী কোমল প্রাণা, পুরুষ কঠিন অতি।
পুরুষেরি জ্বালাতে, জ্বলিতেছে কত সতী॥
ফুটিতে না পারে, গুমরিয়া মরে,
উঠিবারে পারে হেন, নাহি শকতি॥
পাষাণ সমান, পুরুষের প্রাণ,
কাঁদাতে অবলাগণ, সদত মতি॥

উপরোক্ত সুকোমল কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া যে সকল রমণী বাসর ঘরে এখনও জাগরিত ছিলেন তাঁহারা তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গীত সমাপ্ত হইল। ক্রমে বাসরে সকলে একে একে গা ঢালিয়া নিদ্রাদেবীর কুহকে পড়িলেন এখন জাগরিত কেবলমাত্র চিত্তহারা ও নীলাঞ্জনা। ইহারা উভয়ে সমতুল্য আর বয়সেও দুইজনে প্রায় সমান ছিলেন কেবল নীলা চিত্তহারাপেক্ষা ন্যূনাধিক এক বৎসরের বড়। ইহাদের মধ্যে একের নিকট অন্যের কথা গোপন থাকিত না একজনকে আর একজন অবসর পাইলেই সকল কথা বলিয়া ফেলিতেন। সকলে নিদ্রিত ইহাদের তিনজনের এই উত্তম সময়। ইহারা পরস্পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

নীলা।—আমি অতি স্বার্থপর না সুবোধকুমার?

সুবো।—তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া রমণীকুল যেন সমস্ত শিক্ষা করে। স্ত্রীলোক তোমার মত ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কোথাও দেখি নাই। তুমিই এই সর্ব্ব প্রথম। আমাকে লইয়া চিত্তহারার প্রতি তোমার যে প্রকার বিদ্বেষ ভাব হওয়া উচিত তোমাতে তাহার কিছুমাত্রও নাই। ইহা যে কত বড় অদ্ভুত মনার লক্ষণ তাহা বলা যায় না। আর আমি তোমার প্রতি যে সততার পরিচয় পুরুষ হইয়া দিয়াছি তাহা স্ত্রীলোক হইতে নিকৃষ্ট। দেখ আমি অতিশয় নরাধম তাই মণিকে পদতলে দলিত করিয়া কাচকে শিরোভূষণ করিয়াছি। আমি করি তাহাতে কাচের বা মণির কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হইবে না যে সময়ে উক্ত উভয় দ্রব্য বাজারে ক্রয় বিক্রয়ার্থ গমন করিবে, সেই সময়ে মণি অবশ্য মণির দামে ও কাচ কাচের দামে বিক্রীত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

লীলা।—দেখ সবই যে তোমার দোষ তাহা কেমন করিয়া বলিব, ইহার মধ্যে কতকটা আমার বরাতও বলিতে হইবে।

সুবো।—না ভাই তোমার বরাত ভাল, এই সুবোধরূপ রাহুই তোমার সৌভাগ্যসূর্য্যকে জন্মের মত গ্রাস করিয়াছে। এক্ষণে এই রাহু যদি আবার তোমার নিকট হইতে সরিয়া যায় তবে আবার সূর্য্যকে পুনরায় দেখিতে পাও, কিন্তু তাহা যে এ জনমে হইবে তাহা বলিতে পারি না। তবে বিধাতার অপার লীলা কে বুঝিতে পারে? আর ভাগ্য ও চক্রনেমি সদৃশ ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান হইয়া কখন ঊর্দ্ধে কখনও নিম্নে গমন করিতেছে অতএব কাহার অদৃষ্টে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে? আজি রাজা, কালি ভিখারি, আজি ভিখারি, কালি রাজা

ইত্যাদি। দেখ নীলাঞ্জনা আমাকে আগে কিছু না বলিয়া হটাৎ যেন একটা কাজ করে বোসনা। তা হলে আমার বড় কষ্ট হবে। তোমার জন্যে এখনও আমি চিন্তিত, তোমার গুণ রাশির কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন আমার আর জ্ঞান থাকে না কিন্তু কি করিব, সকলই অদৃষ্ট নচুবা এরূপ মতি হইবে কেন?

চিত্তহারা নীলাঞ্জনা ও সুবোধকুমারের বাক্যগুলি একে একে সমস্ত শ্রবণ করিলেন ও কেবল এই কয়েকটী কথা বলিলেন, দেখ সহ্য করিলেই সম্পত্তি না করিলেই বিপত্তি। তা দিদির সহ্য গুণটী পুরুষাপেক্ষা অধিক আর দিদিকে আমি আর কি বলিব যে সময়ে তোমার বিচ্ছেদ আমার অসহনীয় হইল, দিদি আমাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অবশেষে তোমাকে আনিয়া দিল। দিদির গুণের কথা কি এক মুখে আর বলা যায়?

নীলা।—হাঁ তাত ভাল হবেই কোলের ভাতার ছেড়ে দিলে সবাই সবাইএর কাছে ভাল হয়, তুই আমাকে প্রাণ ধরে তা দিতে পারিস্ না, বল্‌না, আমি ত তোকে হাতে হাতে সপে দিলাম্। আমার মতন কি তুই পারবি? এখন এক ভাতার নিয়ে তুইই আমার প্রতিদ্বন্দী, তখন তোর ব্যারাম আরাম হবার জন্যে কত রকম করেছি এখন আবার তোকে দেখে যেন আমার গায়ে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। তুই ছুঁড়ই আমাকে মারবি দেখ্‌ছি। মার্, মেরে কেন, আমি না হয় সন্ন্যাসিনী হব পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াব আর দয়াময় হরিকে ডাক্‌বো। এই বৈ ত নয় আর আমার কি?

সুবো।—দেখ ভাই নীলাঞ্জনা! আমি অনেক সহ্য কর্‌তে

পারি কিন্তু সব সহ্য করতে পারিনি। তুমি যে পথে পথে আমরা জীবিত থাকিতে অনাথিনী, ভিক্ষারিনীর ন্যায় শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া অবনত মস্তকে বেড়াইবে তাহা প্রাণ থাকিতে সহ্য হইবে না। আমি এখন কুল রাখি কি শ্যাম রাখি? কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না; আমি দুই নৌকায় পা দিয়া আর কত দিন বা জীবন ধারন করিব।

নীলা।—আজ এই শুভদিনে শুভক্ষণে তুমি আর আমার জন্য মন খারাপ করিও না। কেন এ অভাগিনীর জন্য তোমরা মন খারাপ করিবে? আমার অদৃষ্টে যা আছে তা ঘটিবে মনুষ্যের সাধ্য কি যে তাহা নিবারণ করে।

এই সময়ে ইহাদের তিনজন ব্যতীত চতুর্থ একজন রমণী জাগিয়া উঠিল ও বলিল যে তোরা বরকে গিলে খাবি নাকি? একটু একটু মেয়েগুলো আদেখ্‌লে ভাতার পেয়েছে সেই আদিক্ষেতেই গেল। সমস্ত রাত্তির ফুস্ ফসুনি আর ফুরায় না। বাবারে গেছি আর কি? বের রাত্তিরেই ভাতার নিয়ে গিলে বসেছে। এখনও ত আস্ত কাল পড়ে আছে।

নীলা।—বলি ও ঠান্‌দিদি আপনি অত রাগ্ করছেন কেন। আপনি বুড়ো মানুষ আমরা অবুঝ ফচ্‌কে ছুড়ী আমরা যা করি তা কি অত নজর কর্ত্তে আছে।

ঠান্।—আহা, হা, বেহায়ার দল, তোমরা কর্ত্তে পার আর আমি বল্‌তে পারিনি?

নীলা।—দেখ ঠান্‌দিদি বাসর ঘরে মেয়ে মানুষের সাত খুন মাপ্ তা, তোমায় আর বেশী কথা কি বল্‌বো।

ঠান্‌দিদি রাগ্ করিয়া সে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিল।

এখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। একে একে সকল রমণীই নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল। এইবার বাসরে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। রমণীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানগণ রোদন করিতেছে। কেহ কেহ বা ঘুম হইতে উঠিয়া আপন জননীর নিকট মহা আবদার করিতেছে, তাহার মাতা গায়ে হাত বুলাইয়া বিধমতে বুঝাইতেছেন। কেহ কেহ মাতার সান্ত্বনা বাক্যে বুঝিতেছে। যাহারা মহা আবদারে ছেলে তাহারা কিছুতেই কিছু ভ্রূক্ষেপে আনিতেছে না। যাহা হউক এই গোলমালের সময়ে চিত্রহারা ও নীলাঞ্জনা উভয়ে মিলিত হইয়া বাসর হইতে বহির্গত হইলেন ও নিদ্রার ভানে দুইজনে মিছামিছি শুইয়া রহিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

নীলা।—দেখ্ চিত্রহারা! তোকে সব ভেঙ্গে চুরে বলি। তুই ও যা বল্‌ছিস্ আমার খাতিরে, মনে মনে ভাব্‌চিস্ যে এর দ্বারা আমার অনেক উপকার হয়েছে। আর সুবোধকে আমার পাবার মূলীভূত কারণই এই অতএব এ যা বলে তাই করব। তাই আমি তোকে কিছু বলতে চাইনি তোর যা ইচ্ছা তুই তাই কর।

চিত্র।—আর দুজনে না হয় বিবাহ করি। তোতে আমাতে ত আর সতা সতিনের সুবাদ থাকবে না আর যদিও তুই বোন্ তাই করিস্ তোর্ পূর্ব্বকথা সব আমি মনে করে তোর সাত খুন মাপ করবো।

নীলা।—ও বাবা এক ভাতারের দুই মাগ হলে সে সামলান বড় শক্ত কথা।

চিত্ত।—সে যদি দুটো মেয়ে আলাদা আলাদা বাড়ীর হয়, এ যে তুই আমার হাল হদ্দ জানিস্ আর আমি ও তোর জানি, তবে আর ভয় কিসের ?

নীলা।—আচ্ছা তোতে আমাতে যেন মিল্‌ল, এখন ভাতারটীর মতামত জানা দরকার, তিনি দুটকে সাম্‌লাতে পারবেন কিনা? আবার কাকাবাবু ও সুবোধকুমারের পিতার হুকুমের দরকার, তাঁরা নারাজ হলে সব ফস্‌কাবে ভাই এত যুক্তি, পরামর্শ সব বানের জলে ভেসে যাবে ভাই। আমি এখন আর কিছু চাচ্ছিনে দেখ, দিনান্তে যদি একবার সুবোধের দর্শন পাই ত এর্ চেয়ে বেশী আর কিছু চাই না। তুই যেমন ওদের বাড়ীর (অবশ্য ভবিতব্যই মূল,) বউ হলি, আমিও যদি এই রকম একটা হতে পারি তা হলে আর কিছুই চাহি না। তা হলেই সুবোধের দর্শন পাব তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পাব তা হলেই ঢের হল আচ্ছা তোর কথা শুনে আরো দিন কতক দেখবো, তার পর হয় মরব নয় পালাব।

বিবাহের রজনী অতিবাহিত হইল, অদ্য বাসী বিবাহ তাহা আবশ্যক মত শেষ হইল। বাটীর সকলে ও প্রতিবাসী বর্গ বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল, কনকাঞ্জলি সমাপ্ত হইল। নীলকমল বাবু ও তাঁহার পত্নী বসন্তকুমারীর নয়ন প্রান্ত হইতে ধারা পতিত হইতে আরম্ভ হইল পরে যথা সময়ে সকলে একত্রিত হইয়া দাস দাসী সমেত বরকন্যাকে বিদায় করিলেন, বিদায় কালে নীলাঞ্জনা বলিলেন যে কাকা মহাশয় আমিও চিত্তহারার সঙ্গে যাইব। চিত্তহারা এখন ত আর বেশী দিন্ থাক্‌বে না, আবার ওর সঙ্গেই আস্‌ব। নীলকমল

বাবু বলিলেন যাবি যা যদি মেয়েটা কাঁদে কাটে ত তোকে দেখলে আর কাঁদবে না। দুজনে রাত দিন বেশ এক সঙ্গে থাক্‌বি আর কি?

নীলা।—"আচ্ছা তাই কর্‌ব" বলিয়া উহাদের সঙ্গে বরের বাটীতে গমন করিলেন।

অদ্য ফুলশয্যার রাত্রি নীলকমল বাবু বিস্তর লোকজন ও দ্রব্যাদি দিয়া বরকন্যাকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন। সকলেই দেখিতেছে, তুলিতেছে ভাংড়াইতেছে। এ দিকে যাইতেছে ও ওদিকে ছুটিতেছে। বসুদিগের বাটীতে যে সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা শতমুখে নীলকমল বাবুর সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তাঁরা বলিলেন সাত পুরুষ হইতে যে বিবাদ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছিল তাহা যে মিটিল। ইহা অতীব সুখকর ইহাতে নীলকমল বাবু প্রাতঃস্মরনীয় হইলেন কারণ আজ পর্য্যন্তও কেহ এ বিবাদ ভঞ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। নীলকমল বাবুই এই বিবাদ ভঞ্জনের পথ প্রদর্শক।

এইরূপে পাকপর্শাদি যে সকল ক্রিয়া অবশিষ্ট ছিল একে একে নবদম্পতির সকল গুলিই শেষ হইল। নীলকমল কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য পত্রসহ একজন দরওয়ান্‌ ও এক পরিচারিকা পাঠাইলেন। হরসুন্দর বাবু পত্র সে সময় পড়িবেন কি? তাঁহার নয়ন দিয়া দরদরিত ধারে বারি বহিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে দরওয়ানকে বলিলেন যে আচ্ছা বাবা বস আমি আস্‌ছি। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন ও স্বীয় পত্নী মনোরমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে বাটীতে ত এই

সমূহ বিপদ, এখন নতুন বৈবাহিক মহাশয় দরওয়ানের হাত করে একখানি পত্র বৈমা পাঠাইবার জন্য লিখেছেন।

মনো।—নতুন কুটুম্ বাড়ী হাজার বিপদ হোক্ তবু কেমন করে লোক ফেরাই, আচ্ছা তাদের বস্‌তে বল, জল খাবার দেওয়াও আমি বৌ মাকে এখনই পাঠাচ্ছি।

হর।—তোমরা মেয়ে মানুষ এ সব কাজ আমাদের চেয়ে ভাল বুঝ, অতএব যাতে ভাল হয় তাই কর।

দরওয়ান্ বা হয়ে রহিল পরিচারিকা বাটীর ভিতরে চলিয়া আসিল, আসিয়া যাহা দেখিল সে আর পাঠাইবার কথা বলা দূরে থাকুক্ বাকা ভুলিয়া গেল। দেখিল বড় বধু ঠাকুরাণী অর্থাৎ অজয়কুমারের স্ত্রীর ছাদের উপর হইতে নিম্নদেশে পতিত হইয়া মস্তিক নড়িয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে পড়িয়াছে এখনো অচেতন অবস্থায় আছে দিবা প্রায় অবসান হয় চৈতন্য নাই দুই জন ডাক্তার অনবরত নোতয়ন আছে তাহারা বাহ্যিক ক্রিয়া সমূহ পরিলক্ষ করিয়া ঔষধ দিতেছে মাত্র। কিন্তু তাহাতে পীড়ার কিছু উপশম হইতেছে কিনা? ইহার যবাব কে দিবে রোগী অচৈতন্য নাড়াতে জ্বরের ও অবস্থা অতিশয় প্রবল, বাটীর লোকের কথাত ছাড়িয়া দিন্ ডাক্তারদের মুখও সময়ে সময়ে শুকাইয়া যাইতেছে। ডাক্তারদের মধ্যে উভয়ের কথা বার্ত্তা হইতেছে।

প্রথম ডাক্তার।—আপনি এখন কি রকম বুঝছেন?

দ্বিঃ ডাক্তার।—আমিত আপনাকে বরাবর যে কথা বলে এসেছি এখনো তাই বলি এ মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লেগেছে। এখন ক্রমে জ্বরের অবস্থা যা দেখছি এতে আমার বড় সুবিধা

বোধ হচ্ছে না। এই জ্বর বিচ্ছেদে যদি নাড়ীর বিকৃতি না হয় তবে অন্ততঃ চিকিৎসাও চলিতে পারে। এ যে আন্দাজী ঔষধ দেওয়া রোগীর শরীরের ভিতরে কি হইতেছে তাহা বুঝা গেল না কেবল বাহিরের লক্ষণ সমস্ত দেখিয়া ঔষধ দেওয় যাইতেছে বৈ ত নয়; এখন দুগ্ধ পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছে না তবে কেমন করিয়া ইহার আশা করিতে পারি। ইহাদের দুইজনে এই প্রকার বলাবলি হইতেছে এমন সময়ে ভীষণ চীৎকার সহ বলিলেন "ও বাবা গেলুম আর বাঁচব না মাতাটী আছে কি না তা বুঝতে পাচ্ছিনা, চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কৈ আমার হরিপিয়া কোথা এস্থলে বলা বাহুল্য যে অজয়কুমারের কন্যার নাম হরিপ্রিয়া, তিন বৎসরের বালিকা, হরিপ্রিয়া নিকটে আসিলেন এই সময়ে রোগী আর একবার বলিলেন, মা হরি-প্রিয়া চোখে কিছু দেখ্‌তে পাইনি আর্‌ আমার বুকের উপরে আয়্‌ জন্মের মতন একবার তোকে বুকে করি, শাড় জুড়াই। মারে আমি গেলুম মা, ওমা আমার শরীরের ভিতরে যে কি হচ্ছে তা বল্‌তে পারিনি। বড় তেষ্টা একটু জল খাব মা" তখনি অজয়কুমার ঝিনুক লইয়া দুই এক ফোঁটা করিয়া জল তাঁহার গালে দিলেন। জল যদি কিছু উদরসাৎ হইয়া থাকে নতুবা সকলই দুই দিকের কশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রোগী উদ্দেশে অজয়কুমারকে ডাকিতে লাগিলেন "কোথা গো একবার আমার কাছে এস। সকলে সে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিলেন। তিনি অজয়কে বলিলেন আমি যদি আর ২।১ ঘণ্টা বাঁচি ত চের। তুমি আমার হরিপ্রিয়াকে ভাল করে দেখ। আবার বিবাহ কর কি জানি যদি স্বভাব ঠিক

না রাখতে পার। জল দাও, অজয়কুমার আবার জল দিলেন। রোগী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, দেখ এই বেলা আমার গঙ্গা যাত্রা কর, পৌছাই আর না পৌছাই ৺গঙ্গামাতার নাম লইয়াত বাটী হইতে বাহির হইলাম্ তাহা হইলেই হইল। তুমি স্বহস্তে আমার মুখে আগুন দিবে। ও যদি গঙ্গায় পৌছাইতে পারি তাহা হইলে অন্তর্জ্জলির সময়ে যে পর্য্যন্ত আমার প্রাণ বায়ু বাহির না হয় সেই পর্য্যন্ত আমার সীমন্তে তোমার পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া রাখিবে ও পরে প্রাণ বাহির হইলে যাহা ইচ্ছা করিও।

নীলকমল বাবুর বাটীর লোকেরা এই সমূহ বিপদ দেখিয়া আর কোনও কথা না কহিয়া বাটী ফিরিল।
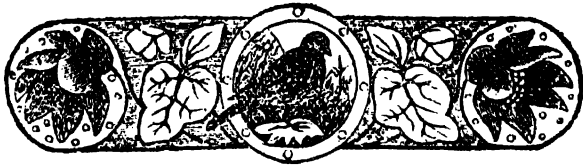
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পত্নীর শোক অজয়কুমারের এ অবস্থায় হাড়েহাড়ে বিঁধিল। তিনি যখন হরিপ্রিয়ার মুখের দিকে লক্ষ করিতেন, অমনি বাতুল প্রায় হইতেন। হরিপ্রিয়া আবার মধ্যে মধ্যে পিতাকে মাতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি প্রত্যুত্তরে বলিতেন মা! তিনি তোমার মাতুলালয়ে গিয়েছেন।

হরিপ্রিয়া।—কবে আসবে বাবা?

অজয়।—তোমার মামারা পাঠাইলেই আসিবেন। এই কথা বলিয়া আর শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া, চুপে চুপে কাঁদিতে লাগিলেন পাছে তাঁহার হরিপ্রিয়া কোন রকমে জানিতে পারে? ক্রমে অশৌচান্ত হইল বাটীর সকলে শুদ্ধ হইলেন। শোকসন্তপ্ত অজয় বাটী হইতে বাহিরে যান না কেবল হরিপ্রিয়া কাছে খেলিয়া বেড়ায় ও তিনি তাহাকে দেখিয়া গোপনে রোদন করেন। পিতা মাতা অজয়ের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ম্রিয়মান হইলেন ও সুবোধকুমারকে জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিতে বলিলেন। সুবোধ তাহাই করিল।

একদিন সুবোধ কথার পৃষ্ঠে হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছেন যে দাদা আপনি ও রকম করে হরিপ্রিয়াকে নিয়ে বসে থাকেন আর সেও আপনার কাছ ছাড়তে চায় না। এখন সে তিন বৎসরের বালিকা মাত্র অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া আর একটী দার পরিগ্রহ করিয়া ফেলুন। আর বড় বৌও আপনাকে মরবার সময় বারবার বলে গেছেন, সুতরাং তাহাতে কোন হানি নাই।

অজ।—দেখ ভাই যদি কোন দুষ্ট ঘরের মেয়ে আসে আর আমার হরিপ্রিয়াকে সপত্নী কন্যা বলিয়া উপেক্ষা করে তবে আমার কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে, ভাই একবার ভাব দেখি। তুমি আমার উপযুক্ত ভাই আমার একমাত্র দোসর তোমাকে আমাকে দেখিয়া আজিও কেহ এক মাতার গর্ভজাত নয় বলিয়া জানিতে পারে না। তবে বাটীর লোকে জানে। অতএব ভাই তুমি উপ-যুক্ত আমার দাক্ষিণ হস্ত তুমি আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।

সুবো।—আমার জেষ্ঠশশুরের এক মেয়ে আছে। মেয়েটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না আর সেই মেয়েটীও, আপনার ভাত্র বধু অপেক্ষা এক বৎসরের বড়। আমার মতে সকল দিকেই ভাল। আর আমি ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি তাহা দ্বারা আপনার কন্যার যে প্রকার পরিচর্য্যা হইবে। এমনটী আর অন্য কাহারও দ্বারা হইবে না, বোধ করি আপনার পত্নী দ্বারাও হয় নাই। ইহা আপনি বেশ বুঝিতে পারিবেন।

বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা উভয়ের মত হইল ও পরে চারি হস্ত একত্রিত হইল। অর্থাৎ অজয়কুমারের সহিত নীলাঞ্জনার শুভ

পরিণয় কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। নীলাঞ্জনার পিতা মাতা অতি অল্প বয়সেই গত হইয়াছিলেন। নীলকমল বাবু তাঁহাকে পিতৃহারা হইতেও অধিক স্নেহ করিতেন।

নীলাঞ্জনা সাংসারিক কাজ কর্ম্মে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিলেন। তাঁহার অল্প বয়সে এই দূরদর্শিতা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন।

পাঠক মহাশয়গণ, যথার্থ কথা বলিতে কি নীলাঞ্জনা যে অবধি বসুদিগের গৃহে আসিয়াছেন সেই অবধি তাহাদের বিষয় আশয়, তালুক মুলুক, শতগুণে বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বে বসুদিগের যে আয় ছিল তাহার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতিথি সেবার জন্য নীলাঞ্জনার অনুমতিক্রমে অজয়কুমার বহির্বাটীতে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যার জন্য চারিজন রাধুনী ব্রাহ্মণ, একজন পুরোহিত, দুইজন পরিচারিকা, দুইজন পরিচারক ও একজন দ্বারপাল নিযুক্ত করিলেন এবং প্রত্যহ যাহাতে একশত অতিথির সেবা হইতে পারে সেরূপ সম্পত্তি উক্ত বিগ্রহের নামে লিখিয়া রাখিলেন। তাহাতে আরও লেখা হইল এই যে, এই বিগ্রহের সম্পত্তির আয়, আমাদের অন্য আয়ের সহিত মিশ্রিত হইবে না, অতিথি সেবা যাহা চলিতেছে, তাহা পুরুষানুক্রমে চলিবেক, তাহা কখনও কমিবেক না; তবে যদি ইহা হইতে অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান যাহা আয় আছে তাহা হইতে বিষয়াদি বৃদ্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে সেই সঙ্গে যদি এই বিগ্রহের বিষয় পরিবর্দ্ধিত হয় হউক তাহাতে অতিথীর সংখ্যা বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা গৃহস্থের মঙ্গল জনক বটে; কিন্তু যাহা

আছে তাহা হইতে ন্যূন করিবার ক্ষমতা কোনও কালে কাহারও থাকিবে না।

হরসুন্দর বাবু ও মনোরমা জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধুর উপর যে দিনে দিনে কতদূর সন্তুষ্ট হইতেছেন তাহা বলা যায় না। তাঁহারা কেবল বলিতেছেন, আমাদের কি ছিল? সোণার বধুমাতাদ্বয় আসিয়া আমাদের সংসার উজ্জ্বল করিয়াছে। তাহার উপর আবার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, অতিথীশালা, জলাশয় খনন এবং অভাব প্রযুক্ত যে কোন ব্যক্তি অজয়কুমার ও সুবোধকুমারের নিকটে আসিতেছেন, কখনই কাহাকে রিক্ত হস্তে বিদায় না করিয়া আপন ক্ষমতানুসারে দান করিতেছেন, প্রিয়ে! ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আমাদের ভাগ্যে আর কি ঘটিবে? তোমার বড় বধুমাতা মানুষ নহেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা আমাদের ঘরে অবতীর্ণ হয়েছেন। তুবা একরূপ সকল বিষয়ে দূরদর্শিতা, পারদর্শিতা ও সহানুভূতি কাহারও দেখা যায় না। লোকের কোন কোন বিষয়ে কিছু না কিছু খুঁত থাকে এ বেটী খুঁত কাকে বলে তা জানে না। ছোট বেটীও খুব ভাল, কিন্তু বড়র মত অত চালাক চতুরা নয়। এই তার সাক্ষী দেখ না, চাবী পত্র সব নিজের হাতে নিয়ে অল্প দিনের মধ্যে কি কাণ্ড করে ফেল্‌লে। আচ্ছা, ওর বাপেরা ত এককালে আমাদের চেয়ে বড় মানুষ ছিল, তা কই সেখানে ত কিছু করত না।

মনো।—কেন, সেখানে করতে যাবে? খুড়ো ত ওর কাছে পরামর্শ নিয়ে কোন কাজ কর্ম্ম কর্‌ত না, যদি কর্‌ত, তবে এই রকম হোত।

বসুদিগের তালুক মুলুক সদাব্রতের দিন দিন উত্তরোত্তর

শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মনোরঞ্জন অতিশয় ঈর্ষা পরবশ হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে এত অল্প দিনের মধ্যে আমাদের সমান বিষয় ও আমাদের যাহা নাই অর্থাৎ সদাব্রত ও অতিথীশালা কি প্রকারে করিল। অতিথীশালা তাহা সামান্য নহে প্রত্যহ প্রায় একশতের উপর কুড়ি পঁচিশ জন লোক পরিতৃপ্তির সহিত বিগ্রহের প্রসাদ আহার করে। এত অল্পদিনের মধ্যে এ প্রকারের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই। যাহা হউক ইহাদিগকে কিঞ্চিৎ দাবাইতে হইবে। আজ কাল লোক বলই বল, আর অর্থ বলই বল, সকল বলেই কিন্তু বসুরা আমাদিগকে পরাস্ত করেয়াছে। ইহাদের দ্বারদেশে দ্বাররক্ষক, অতিথিশালায় দ্বাররক্ষক, টাকা কড়ি আদায় উসুলের জন্য দ্বাররক্ষক, দশ বারজন মুহুরি, খাজাঞ্চি প্রভৃতি বিস্তর লোক ইহাদের তাঁবে কর্ম্ম করিতেছে। আমি জব্দ করিয়া দিব। যত শীঘ্র পারি জব্দ করিয়া দিব। বেটাদের মনে নাই যে, কিছু দিন আগে টাকা ধার করতে আস্‌ত। এম্‌নি নেমকহারাম্‌, সে সব এখন ভুলে গেছে। ভোলা লাটীর চোটে বার কর্‌বো। একদিন দুদিন, পাঁচদিন যায় যাগ্‌, একদিন এমন খুনসুরী বাঁধাব যে, তার ধাক্কা সাম্‌লাতে বাছাধনদের এক যুগ্‌ কেটে যাবে। বাছাধনরা এখনও বুছতে পারেন নি। মনোরঞ্জন এতদিন এখানে ছিলেন না, নেত্র-কোণায় রাষ্ট্র বিপ্লব হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিয়া নীলকমল বাবু যে সময়ে নেত্রকোণা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন তাহার কিছুদিন পরে উহাকে অনেক বুঝাইয়া নেত্রকোণায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিবাহটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া

গিয়াছে, তাহা মনোরঞ্জন থাকিলে কি হইত বলিতে পারি না। বন্ধুদিগের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া যাহার গাত্রদাহ উপস্থিত হয় সে যে বিবাহ বিনাপত্যে সম্মতি দিত তাহা বোধ হয় না। এক্ষণে অল্পদিন হইল মনোরঞ্জন নেত্রকোণা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এই সকল ভাবিতেছেন তাঁহার আর অন্য কোন কর্ম্মই নাই। তিনি কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন, কাহার গলায় ছুরি দিবেন, কাহার জমিদারী আপন জমিদারী ভুক্ত করিবেন, ইত্যাকার যখন তখন ভাবেন। যাহার উপর পড়িবেন তাহার ভিটেয় ঘুঘু চড়াইয়া ছাড়িবেন। এই প্রকার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন যে প্রজাদিগের আর দুঃখের অবধি রহিল না। সকলে দিবারাত্র নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল ও অভিসম্পাৎ করিতে লাগিল।

এই সময় নীলকমল বাবুরও শরীর ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইল। তিনি আর জমিদারীর কর্ম্ম সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। সকল কর্ম্মই মনোরঞ্জন সমাধা করিতেন। পিতার সহিত পরামর্শ করা দূরে থাকুক; তিনি আহ্বান না করিলে মনোরঞ্জন তাহার ঘর মাড়াইতেন না। নীলকমল বাবু সময়ে সময়ে জমীদারীর কথা তুলিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইতেন। তাহা হইলে কি হইবে, তিনি সকল কর্ম্ম সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত করিতে পারিতেন না। নীলকমল বাবুর ক্রমে আহার ও রুচি কমিয়া আসিতে লাগিল। এই খবর চারি দিকে রাষ্ট্র হইল। চারিদিক হইতে লোক জন আসিতে লাগিল। সকলেই তাঁহার কারণ অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় হরসুন্দর বাবু আপন পুত্র ও বধুদ্বয় সমভিব্যাহারে

নীলকমল বাবুকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, নীলকমল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৈবাহিক মহাশয় উঠিয়া বারাণ্ডায় বা সম্মুখের ছাদের উপর বেড়াইতে পারেন না?

নীল।—বেড়াইব কি? আমার কোমড় একেবারে পড়িয়া গিয়াছে, লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে স্বষ্টে উঠিতে পারি। মলমূত্র ত্যাগ করিতে বাহিরে যাই বটে, কিন্তু শরীরের এমন অবস্থা যে, সে ধাক্কা প্রায় একঘণ্টা কাল সহ্য করিতে হয়। আর এত বিরক্তি আসিয়া পড়ে যে, জীবন ধারণ বিড়ম্বনার ন্যায় বোধ হয়। দেখুন বেই মহাশয়! পরবস হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। তাতে আবার ছেলেটা সে রকমের নয়; ডাক্‌লে ঘর মাড়ায় না, দেখেও না, শুনেও না। ছুটো যে ভাল করে শেখাব পড়াব তারও জো নাই। যাহা হউক অনুগ্রহ করিয়া কল্য একবার আসিবেন। কারণ আমার যে অবস্থা বর্ত্তমান দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যে আবার পুনরুত্থান করিব, তাহা আর বোধ হয় না। এই বিষয় আশয় যাহা আছে, আপনার অজয় ও সুবোধকুমারকে এক্‌জিকিউটার করিয়া যাইব, নতুবা মনোরঞ্জন সমস্ত ছার খারে দিবে।

এই লিখন পঠন কর্ম্ম আমি মনোরঞ্জনের অজ্ঞাতসারে অত্র পল্লী নিবাসী ৫।৭ জনকে ডাকাইয়া তাহাদের সাক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার করিব।

হর।—অজয় ও সুবোধ অপেক্ষা আপনি যদি আমার বড় বধূমাতাকে ভার দেন, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। বিবাহ হইয়া অবধি প্রথম ঘর করিতে গিয়াছেন, এই অল্প

দিনের মধ্যে ইহাঁর কার্য্য পটুতা দেখিয়া একদিন আমি আমার পরিবারকে বলিলাম্, দেখ এঁর যে প্রকার কাজের ধরণ ধারণ দেখ্‌ছি, তাতে বোধ হয় এঁর হাতে সব ছেড়ে ছুড়ে দিলে ইনি ঠিক চালাতে পারেন? যা বল্লুম তাই ঠিক হলো; চাবি পত্তর হাতে নিয়ে এক বৎসরের মধ্যে অতিথিশালা সদাব্রত, আর টাকা কড়ি এত গুছিয়েছেন যে আমাদের দ্বারা সে রকম হত না; আমরা এক এক মুটো খাই আমার মা লক্ষ্মী সব করেন।

নীল।—যা বলছেন এ কথা ঠিক্, আমার নীলাঞ্জনার বুদ্ধি বড় ভাল। তবে আপনি যা বলছেন এতদূর যে ওর হয়েছে তা আমি জান্‌তেম না এই আপনার মুখে শুন্‌লেম।

হর।—মশাই বেশী কথা আর কি বলব বড় বৌমা যাকে হাতে করে খাবার না দেন তার খাওয়াই হয় না। সকলের ঘরের দ্রব্যাদি গুছয়ে রাখা, দেখা শোনা, করা, সবই মা যেন আমার এক সহস্র হয়ে করেন। আমার অদৃষ্ট ভাল তাই এমন বৌ পেয়েছি। অজয়ের আর পক্ষের যে মেয়েটি আছে তাকে এত ভালবাসে, যেন আপন গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষাও অধিক, এখন যাতে বৌমা দীর্ঘজীবি হন তাই প্রার্থনা। নতুবা আমার আর কিছুরই অভাব নাই। অদ্যকার জন্য সকলে বিদায় হইলেন ও পরদিবস আসিয়া বিষয় আশয় সমস্ত শ্বশুরের নিকট দেখিয়া শুনিয়া লইয়া স্বাক্ষর করিলেন পল্লীস্থ ৫।৭ জন তাহাতে সাক্ষ্য হইলেন। এ সব মনোরঞ্জন ও বাটীর লোকজন সমূহের অজ্ঞাতসারে হইল। কেবল মুহুরীরা জানিতে পারিল, কারণ তাহারা লেখা পড়া করিয়াছিল।

—:—

উপসংহার।

নীলকমল বাবুর অদ্য মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত। তাঁহার পত্নী বসন্তকুমারী ভাবী বৈধব্য স্মরণ করিয়া শিরে করাঘাত করতঃ ধূলায় ধূসরিত হইয়া রোদন করিতেছেন। নীলাঞ্জনা ও চিত্তহারা তাঁহার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে অনেক বুঝাইতেছেন ও আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। ভীষকগণ দণ্ডে দণ্ডে ঔষধাদি বদল করিয়া প্রয়োগ করিতেছেন কিন্তু করিলে কি হইবে সকলি অসার হইতেছে। কালের কুটিল চক্রে কাহারও অব্যাহতি নাই। বিষম জ্বর হইয়াছে। বহির্বাটীতে অজয় ও সুবোধকুমার উভয়ে বসিয়া থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। মনোরঞ্জন মৌনা হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। এইবার জ্বর ত্যাগ হইতেছে, গাত্রে প্রভূত ঘর্ম্মোদয় হইয়াছে। জ্বর ত্যাগ হইয়া আবার জ্বর কুটিল। সকলে বলিল এইবার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে কারণ নাড়ীর লক্ষণ ক্রমশ মৃত্যুময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব আপনারা সাবধান থাকুন।

যথা সময়ে গঙ্গাযাত্রা হইল ও নীলকমল বাবু স্বজ্ঞানে ৺গঙ্গা লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মনোরঞ্জন পিতার দাহ কার্য্য সমাধা করিয়া বাটী আসিয়া মাতার ক্রন্দন দেখিয়া মাতাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন বলিলেন। মা! কি হইবে তাঁহার সময় হইয়াছিল তিনি গত হইলেন, আপনার সময় হইলে আপনাকেও কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না

বৃথা বিলাপ করিয়া কেন আপনার দেহ খারাপ করেন। এখন এক মনে ভগবানকে চিন্তা করুন বিলাপ অপেক্ষা তাহাতে শত গুণে মঙ্গল জনক ফল হইবে।

মনোরঞ্জন যখন তখন আসিয়া মাতাকে বুঝাইতে লাগিলেন, এইরূপে বারবার বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি কতক পরিমাণে স্থির হইলেন বটে, কিন্তু যখন কোন শোকের কারণ উপস্থিত হইত তিনি সেই সময়ে শোকাবেগ কোনক্রমে সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাহাতে যেন তাঁহাকে বাতুলা প্রায় করিয়া ফেলিত। যাহা হউক পিতার মৃত্যুর পর মনোরঞ্জন এখন আর সে মনোরঞ্জন নাই। তিতি প্রত্যুষে প্রত্যহ উঠিয়া মাতার পদধূলি মস্তকে ধারণ করত বহির্বাটীতে আগমন করিতেন ও ভগ্নিপতি দ্বয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া যথারীত্যনুসারে জমীদারীর কর্ম্মাদি সমাধা করিতেন।

এইরূপে দিন অতিবাহিত চলিল, মনোরঞ্জনের মাতা তাঁহার প্রতি পুত্রের যথোচিত ভক্তি দেখিয়া মনে মনে অতিশয় প্রীত হলেন এবং নীলকমল বাবু যে জামাতৃদ্বয়কে বিষয়ের অভিভাবক করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে বিষয়ের আয় যথেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে বন্ধুদিগের সদৃশ দওরা ও অতিথিশালা ঠাকুর বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যথারীত্যনুসারে সেই কর্ম্মাবলী সুসমাধা করত স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।